হজে গিয়ে বিপাকে ২০ হাজার মানুষ

সারে-জমিন

স্কুল খুললেও দেখা নেই একাদশের পাঠ্যবইয়ের

রূপসী বাংলা

রিপাবলিকান নেতারা কেন ট্রাম্পের বশ্যতা মেনে নিচ্ছেন

সম্পাদকীয়

সূর্যনগর পঞ্চায়েতের বুথে পুনঃনির্বাচনে ক্ষুব্ধ ভোটাররা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৪ জুন, ২০২৪
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 151 ■ Daily APONZONE ■ 4 June 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাকিস্তানকে তথ্যপাচার করায় যাবজ্জীবন সাজা বিজ্ঞানী নিশান্তের

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সকে (আইএসআই) কৌশলগত ও সংবেদনশীল তথ্য পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ার প্রায় ছয় বছর পর সোমবার নাগপুরের একটি আদালত ব্রহ্মস এরোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেডের হয়ে কাজ করা প্রাক্তন জুনিয়র বিজ্ঞানী নিশান্ত আগরওয়ালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

ভারত ও রাশিয়ার যৌথ প্রকল্প সুপারসনিক ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে প্রযুক্তিগত তথ্য ফাঁস করার অভিযোগ ওঠে বছর কুড়ির আগরওয়ালের বিরুদ্ধে।

২০১৮ সালের অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন স্কোয়াড এবং মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাস দমন স্কোয়াডের একটি দল তাকে গ্রেপ্তার করে। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) তথ্য আইএসআইয়ের কাছে ফাঁস করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এম ভি দেশপাণ্ডে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫ ধারায় তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬ (এফ) ধারা এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের (ওএসএ) বিভিন্ন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

আগরওয়ালকে একটি অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অন্য অপরাধে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।

ব্রহ্মস এরোস্পেসের ওয়ার্ধা রোড ফ্যাসিলিটির টেকনিক্যাল রিসার্চ সেকশনে কর্মরত আগরওয়াল। আগরওয়াল ‘পূজা রাজন’ এবং ‘নেহা শর্মা’ নামে দুটি জাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের সাথে যোগাযোগ ও সরবরাহ করছিলেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তৈরি করা এই অ্যাকাউন্টগুলি পাকিস্তানের আইএসআই দ্বারা পরিচালিত বলে জানা গেছে এবং আগরওয়ালকে তাদের সাথে চ্যাট করতে দেখা গেছে। ইউপি পুলিশ এই অ্যাকাউন্টগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল।আগরওয়াল উত্তরাখণ্ডের রুরকির বাসিন্দা। ডিআরডিও কর্তৃক তরুণ বিজ্ঞানী পুরস্কার বিজয়ী কুরুক্ষেত্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াশোনা করেছিলেন।

দিল্লির মসনদে কে? আজ জনগণের রায়

আপনজন ডেস্ক: আপনজন ডেস্ক: সবচেয়ে বড় নির্বাচনের ফল ঘোষিত হবে আজ মঙ্গলবার। এটাকে ‘সবচেয়ে বড়’ নির্বাচনের তকমা দেওয়া হয়েছে এর ভোটারসংখ্যার কারণেই। ভারতের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে এবার ভোটার সংখ্যা ছিল ৯৭ কোটি। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ। এর আগে বিশ্বে কোনো নির্বাচনে এত ভোটার ছিলেন না।

কী হবে আজকের ভোটের ফল? টানা তৃতীয়বার কি সরকার গড়বে বিজেপি? প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি হ্যাটট্রিক করবেন? নাকি কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা ফিরবেন ক্ষমতায়?

এসব প্রশ্ন এখনো ঘুরেফিরে আসছে। তবে ইতিমধ্যে শেষ হওয়া বুথফেরত সমীক্ষাগুলো বলছে, এ নির্বাচনে আবারও জিতছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপির এনডিএ জোট।

যদিও বিরোধীদের জোট ইন্ডিয়ার দাবি তারা ২৯৫টি আসন পাবে। এক্সিট পোল কোনওভাবেই মানতে চান না বিরোধী দলের নেতারা। তাদের মতে, এটি আগে থেকে নির্ধারিত বুথ ফেরত সমীক্ষা।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে ৫৪৩টি আসনে ভোট গণনা শেষ হবে।

১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সাত দফায় অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের গণনার প্রবণতা এবং ফলাফল নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে results.eci.gov.in

এবং ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপে পাওয়া যাবে।

এর আগে কমিশন জানিয়েছিল যে তারা রিটার্নিং অফিসার (আরও) এবং কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক জারি করেছে, এবং যোগ করে যে গণনার ব্যবস্থা, ভোট গণনার পদ্ধতি এবং ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সংরক্ষণের জন্য বিস্তৃত নির্দেশাবলি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হয়েছে। এবং কখন এবং কীভাবে তারা কোনও অনিয়ম খুঁজে পেলে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের হ্যান্ডবুক অনুসারে, ভোট গণনা নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৬১-এর বিধি ৬৬এ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) বিধি, ১৯৯২ দ্বারা সন্নিবেশিত হয়। নিয়মে বলা হয়েছে যে রিটার্নিং অফিসার ভোট গণনার জন্য দায়বদ্ধ।

তিনি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের নির্বাচনী এজেন্টকে ভোটের তারিখের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে গণনার তারিখ, সময় এবং স্থান লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, রিটার্নিং অফিসারকে নির্ধারিত সময়ে কঠোরভাবে গণনা প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ইন-ক্যামেরা এবং তারিখ-সময়ের সাথে স্ট্যাম্প করা উচিত।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, পর্যবেক্ষক, রিটার্নিং অফিসার এবং প্রার্থী বা তাঁদের নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতিতে ইভিএম স্ট্রং রুম খুলতে হবে। আরওকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে প্রয়োজনীয় এন্ট্রিগুলি লগ বইতে রয়েছে। লগ বুক এন্ট্রি করার পর প্রার্থী বা তাদের পোলিং এজেন্টদের দেখানোর পরই তালার সিল ভাঙতে হবে।

সমস্ত কন্ট্রোল ইউনিট, ভোটার-ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) এবং স্ট্রং রুম থেকে গণনা হল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক নথি নথিভুক্ত করার জন্য অবিচ্ছিন্ন সিসিটিভি কভারেজ বাধ্যতামূলক।

রাজ্যে ১৯ জুন পর্যন্ত বাংলায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের নদিয়ায় এক বিজেপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা এবং সন্দেশখালির ১৭টি পকেটে ১৪৪ ধারা জারি করার পরের দিন, ভোটের রায়ের দিন পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ১৯ জুন পর্যন্ত ৪০০ কোম্পানি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের বাইরে ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের ২৫২৫ জন জওয়ানকে নিয়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কালীগঞ্জে হাফিজুল শেখকে হত্যা করে করা হয় বলে অভিযোগ। জানা যায় হাফিজুল শেখ তার বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় তাকে কোপানোর পর শিরচ্ছেদও করা হয় বলে অভিযোগ। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ১৯ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিন থাকবে ।

অন্যদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন হিংসা সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণের জন্য রাজভবনে একটি শান্তি কক্ষ ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে।

স্ট্রং রুম জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা ও তার আশেপাশের পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ১৫টি স্ট্রং রুমে কলকাতা পুলিশ, বেঙ্গল পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক স্তরের নিরাপত্তার পাহারায় রাখা হয়েছে। বাংলায় সাত দফায় ভোট হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি স্ট্রং রুম কলকাতা পুলিশ এলাকায় এবং একটি বারাসতে অবস্থিত।

সবগুলোই সিলগালা করে সিসিটিভির নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যে চারটি কেন্দ্র থেকে ১৫টি স্ট্রং রুমে ইভিএম আনা হয়েছে, সেগুলি হল ক্যালকাটা নর্থ, ক্যালকাটা সাউথ, যাদবপুর এবং ডায়মন্ড হারবার।

বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের ইভিএমগুলি বারাসত সরকারি কলেজের একটি স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। কলকাতা ও তার আশেপাশের ১৫টি স্ট্রং রুম নিম্নলিখিত চত্বরে অবস্থিত। কিছু চত্বরে একাধিক স্ট্রং রুম রয়েছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) মীরজ খালিদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিতরের চৌকাঠ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং বহিঃস্থ পরিধি পাহারা দিচ্ছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ। বারাসত সরকারি কলেজেও একই ব্যবস্থা।

নিরাপত্তা বলয়ের প্রথম স্তরটি গণনা চত্বরের চারপাশে ১০০ মিটার পরিধি থেকে শুরু হবে, যা “পথচারী অঞ্চল” হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। এই পরিধির মধ্যে কোনও যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না।

কম্পাউন্ডের মেন গেট এবং স্ট্রং রুমের মধ্যবর্তী এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বও কলকাতা পুলিশ বা বেঙ্গল পুলিশের।

দ্বিতীয় কর্ডনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আগে, তাকে পুলিশ তল্লাশি করে যাতে দেশলাই বাক্স, অস্ত্র বা দাহ্য জিনিসপত্রের মতো নিষিদ্ধ জিনিসগুলি ভিতরে বহন না করা হয়। যে কক্ষগুলিতে ইভিএম রাখা হয়েছে সেগুলি তালাবদ্ধ এবং চাবির নীচে রয়েছে এবং সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্বারা পাহারা দেওয়া হচ্ছে। স্ট্রং রুমে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ। স্ট্রং রুমগুলি ২৪x৭ সিসিটিভির নজরদারিতে রয়েছে।

প্রথম নজর

রাতের আঁধারে স্কুলে চুরি হওয়ায় চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাতের অন্ধকারে পাঁকা দেওয়াল ভেঙে দুষ্কৃতীরা স্কুলের ফ্যান,বাসন,গ্যাস সিলিন্ডার ও ওভেন চুরি করে নিয়ে গেল।রবিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ডহরা এলাকার 'বিকন অ্যাকাডেমি' নামে এক বেসরকারি নার্সারী স্কুলের ঘটনা।চুরির ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,রবিবার রাতে দুষ্কৃতীরা স্কুলের পেছন দিকের পাঁকা দেওয়াল ভেঙে স্কুলে ঢোকে।১০ টি ফ্যান,রান্না করার হাঁড়ি,কড়াই,গ্যাস সিলিন্ডার ও ওভেন তারা নিয়ে গিয়েছে।স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ হাসানুজ্জামান বলেন,ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে গরমে কারণে সকালে স্কুল শুরু করেছি।প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার সকালে স্কুলে এসে দেখি স্কুলের পিছন দিকের দেওয়াল ভাঙা।দুষ্কৃতীরা স্কুলে ঢুকে ১০ টি ফ্যান, হোস্টেলের রান্না করার জন্য বাসন,গ্যাস সিলিন্ডার ও ওভেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

হাওড়ার দুটি ওয়ার্ডে ডায়রিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বর্ষার শুরুতেই হাওড়া পুরসভার দুটি ওয়ার্ডে ডায়রিয়ার প্রকোপ, আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। হাওড়া পুরসভার ২৭ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত বলে অভিযোগ। হাওড়ার জেলা হাসপাতাল-সহ শহরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বহু মানুষ। পুরসভার পাইপ লাইনের কাজের জেরেই বিপত্তি বলে অভিযোগ উঠলেও পুরসভা এখনই কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায়। বিষয়টি খবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী।

বদরপুর গ্রামে চুরি, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন:বহরমপুর থানার কেশব নগর(বদরপুর) গ্রামে চুরি ঘটনায় আতঙ্ক এলাকাবাসী। জানা গেছে দীঘাতে পরিবারকে নিয়ে ছুটি কাটাতে- গিয়ে ছিলেন আমানুল সেখ,সেখান থেকে (আমান)ফিরে এসে দেখে বাড়ীতে চুরি হয়েছে । ২৬ তারিখ রাতে বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে বাড়ীর আসবাব জিনিসপত্র, কাঁশা পিতল, আলমারি ভাঙ্গা, এক ভরি ওজনের সোনার একটি চেইন, দুইটি আট আনা ওজনের সোনার আন্টি, আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর থানায় ফোন করা হয়। বহরমপুর থানার পুলিশসমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন এবং থানাকে লিখিত ভাবে জানাতে বলেন বাড়ির মালিককে ।

স্কুল খুললেও দেখা নেই একাদশের পাঠ্যবইয়ের

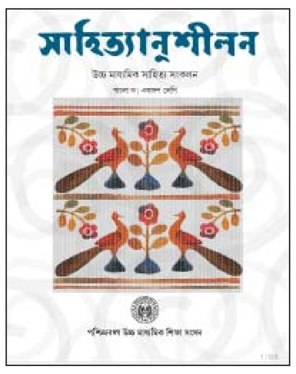

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘদিন গ্রীষ্মাবকাশের পর সরকারি নির্দেশে ৩রা জুন বিদ্যালয় খুলেছে। তবে কিছু বিদ্যালয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের কারণে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।সে কারণে কিছু বিদ্যালয় ছুটি রয়েছে। সরকারি নির্দেশে বিদ্যালয় আপাতত খুললেও ক্লাস শুরু হবে ১০ই জুন।

কিছু এলাকায় রয়েছে রাজনৈতিক চরম উত্তেজনা। এসবের মধ্যে অভিভাবকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।কী হবে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ? বই বাজারে এখনো দেখা নেই একাদশের পাঠ্যবইয়ের। বাজারে ঘোরাঘুরি করছে প্রান্তিক, ছায়া ,রায়মার্টিন ,সাঁতরার কিছু সহায়ক বই। তবে সদ্য পিডিএফ ফাইল প্রকাশ করেছেন ভাষা সাহিত্যের বিষয়গুলোর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড.চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমকে বিশেষ সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে মিলবে বই বাজারে সব পাঠ্যবই। বিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু পাঠ্যবই ছাত্র ছাত্রীরা বিনামূল্যে জুনের মাঝামাঝি সময়ে থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। মাধ্যমিক রেজাল্ট প্রকাশ মাসাধিক হয়ে যাওয়ায় বই হাতে না পাওয়ায় দুঃশ্চিন্তায় পড়ুয়ারা, শিক্ষক -শিক্ষিকারা ও অভিভাবকরা।

গণনার আগে খোশ মেজাজে সায়নী ঘোষ

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: গণনার আগে খোশ মেজাজে দেখা গেল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষকে। সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার দলীয় নেতা কর্মীরা।

সোমবার বিকেলে বারুইপুর কাছারি বাজার সংলগ্ন একটি পার্কে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থীকে। জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী। পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যানেলের এক্সিট পোল কে কটাক্ষ করেন করেন, তারকা প্রার্থী সায়নি ঘোষ ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কর্মীদের গণনা কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত থাকার নির্দেশ ও পর্যবেক্ষক নিয়োগকে সঠিক বলেই দাবি করেছেন প্রার্থী সায়ণী ঘোষ ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাঙড়ে যাদবপুর কেন্দ্রে জেতার পরে ভাঙ্গরে শান্তির পরিবেশ আনার আশ্বাস দেন তৃণমূল প্রার্থী। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে অধ্যক্ষ বলেন, মিডিয়া বাড়াবাড়ি করছে ছোট কিছু ঘটনা নিয়ে। যদিও ভোট পরবর্তী হিংসা হওয়া কাম্য নয় বলেও জানান তিনি।।

মুর্শিদাবাদ এসআইওর তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন. ২রা জুন রবিবার, এসআইও দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার তত্বাবধানে ডোমকল মহাকুমার দ্বীনি মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গের দ্বীনি মাদ্রাসা সম্পাদক হাফেজ আহমদ আলি, উত্তরবঙ্গ শিক্ষাঙ্গন সম্পাদক রাসেল কাইজার, এসআইও অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৌলানা আব্দুল ওদুদ, এসআইও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মন্ডল, জামাআতে ইসলামী হিন্দ ডোমকল ব্লকের নাজিম মাসুদ কারিম, সহকারী ব্লক নাজিম আশরাফুল ইসলাম, এসআইও দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি জয়নাল আবেদিন। এছাড়াও মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী বেলডাঙ্গা সুরুলিয়া মাদ্রাসা থেকে আগত সম্মানিত অতিথি মুফতি রুহুল আমিন, মুফতি সামিম আক্তার, মুফতি মিরাজুল ইসলাম, সিতানগর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসআইও দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক মতিরুল রহমান, শিক্ষাঙ্গন সম্পাদক আমির চাঁদ খাঁন, কিশোর অঙ্গন সম্পাদক মুক্তাদির হোসেন, সংগঠক সম্পাদক তৌসিফ আহমেদ ফায়সাল, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, জেলা কমিটির সদস্য ইমরান সেখ, জামাআতে ইসলামী হিন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংযোগ সম্পাদক মোঃ হাসানুল্লাহ সাহেব, এসআইও ডোমকল ব্লক সভাপতি আক্তারুল মন্ডল, ব্লক সম্পাদক হোসেন ম্যালিথা প্রমুখ।

ভুয়ো কাউন্টিং এজেন্ট থাকতে পারে, আশঙ্কা মুহাম্মদ সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভোটের সময় ভুয়ো ভেটারের কথা শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে ভোট গণণার সময় ভুয়ো কাউন্টিং এজেন্ট?

হ্যাঁ এমনই আশঙ্কা করছেন রাজ্য সিসিপএমের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম। সেলিম এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা পঞ্চায়েত ভোটের সময় দেখি যে কি ভাবে কাউন্টিং হয়েছে। তাই আমাদের ফেক কাউন্টিং স্টাফ ধরতে হবে।

এ বিষয়ে সেলিম বলেন, গতকাল ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রার্থী নিজেদের বক্তব্য বলেছে।

সেলিমের অভিযোগ, বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখানো হচ্ছে গেল গেল রব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যা বলেছিলেন সেটা দেখানো হয়েছে। তবে কাউন্টিং যাতে শান্তিপূর্ণ হয়, কাউন্টিংয়ে কারচুপি যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে।

সেলিম অভিযোগ করেন, এজেন্সিদের কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকাতে হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মী কম্পিউটার জানা লোক নেই। যেখানে ফেক ডিগ্রি চলে ফেক চাকরি পায়। সেখানে ফেক কাউন্টিং এজেন্ট ঢুকানো হতে পরে। তার জন্য কাউন্টিং সেন্টার ভালো করে পরিচয় দেখা প্রবেশ করার অনুমতি দিতে হবে। সরকারি কার্ড ও নকল হতে পারে। যেরকম চাকরি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছে। আর একজনের নাম আর একজন যেতে পারে । কারা আইকার্ড দেখাবে না করে ভুয়া এজেন্ট হবে। দম দম সহ অনেক জায়গায় ভয় দেখানো হচ্ছে।

সেলিমের অভিযোগ, এজেন্সির মাধ্যমে লোক বসিয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করছে, কেউ আবার তৃণমূল হয়ে কাজ করছে। অনেকেই কাউন্টিং সেন্টারে কারচুপি করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষিত অং কে বাদ দিয়ে অশিক্ষিতদের নিয়ে কাউন্টিং করার চেষ্টা করছে।

সেলিম ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বলেন, আমাদের প্রার্থীরা লড়াই করেছে। আগামী দিনেও লড়াই জারি থাকব। কিন্তু শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পালিয়ে গেলে হবে না।

হঠাৎ নিখোঁজ কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: তিন দিন কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতি রহস্যজনক নিখোঁজ, আর যার জেরে চাঞ্চল্য কোলাঘাট জুড়ে। জানা গেছে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না শনিবার ভোরে বাড়ি থেকে ছেলেকে নিয়ে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন।পরে ছেলের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।তারপর থেকেই পঞ্চায়েত সমিগির সভাপতি সুরজিৎ মান্নার নিখোঁজ হয়। আজ তিনদিন হয়ে গেলেও পরিবারে ফিরে আসেননি সুরজিৎ বাবু।কি কারনে তার নিখোঁজ তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।তবে স্থানীয়দের অভিযোগ,তার গ্রাম দেঁড়িয়াচকে প্রামে একটি ক্লাবে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প খুলেছিলেন প্রায় বছর আষ্টেক আগে।গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে লোভনীয় সূদে টাকা তোলা হতো বলে অভিযোগ।তবে সম্প্রতি বছর খানেক টাকা ফেরত পাচ্ছিলেন না গ্রাহকেরা এমনটাই অভিযোগ।

ভোটের কয়েকদিন আগেও গন্ডগোল হয় ক্লাব সংস্থার সাথে।সুরজিৎ বাবু ঐ ক্লাবের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন।জানাগেছে গতকাল কিছু গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিলো। মনে করা হচ্ছে টাকা ফেরৎ না দিতে পারার কারনেই আত্মগোপন করেছেন,এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় কিছু মানুষজন।তবে এ বিষয়ে পরিবার থেকে কোন মন্তব্যই পাওয়া যায়নি।ক্যামেরার সামনে স্ত্রী ও ছেলে কেউই আসেন নি।তবে এই রহস্যজনক নিখোঁজকে কেন্দ্রকরে ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোলাঘাট ব্লক জুড়ে।

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আলাউদ্দিন সেখ(২৮)। ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ১ পঞ্চায়েতের বিবিরাবাদ গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,জীবনতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামের যুবক আলাউদ্দিন সেখ।সোমবার দুপুরে বিবিরাবাদ গ্রামের সৈদুল মোল্লার বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন।বিদ্যুতের খুঁটির উপর উঠে কাজ করছিলেন।আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে খুঁটির উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায় ওই যুবক। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। সৈদুল মোল্লা জানিয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করছিল। আচমকা খুঁটি থেকে নীচে পড়ে যায়।

ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগের কারণ হয়ে উঠছে পার্থেনিয়াম গাছ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নানাবিধ রোগের উপসর্গ পর্থেনিয়াম গাছ ।পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় ক্যানেল ধারে, পুকুর পাড়ে ,ঝোপ জঙ্গলে এই গাছের ছড়াছড়ি। এই পার্থেনিয়াম গাছের কারণে মানুষের শ্বাসকষ্ট এমন কি ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি তে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণরূপে উদাসীন এই গাছে কত ভয়ংকর হতে পারে ।পরিবেশ বিদেরাও এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। পূর্ব বর্ধমানের এমন কোন জায়গা নেই যে জায়গায় এই পার্থেনিয়াম এর কাছে দেখা মিলবে না। বিভিন্ন মানুষ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোম এবং হসপিটালে ভর্তি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট মানুষেরা চাইছে যে এই গাছ অবিলম্বে নষ্ট করতে হবে নষ্ট না করলে সাধারণ মানুষ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবুজ গাছে সাদা উপরের অংশ মানুষকে খুবই আকর্ষিত করছে দেখতে তাদের ভালো লাগছে কিন্তু এই গাছ যে মানুষের জন্য মরণব্যাধি আনছে এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। অবিলম্বে পার্থেনিয়াম গাছ ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই ধ্বংস না করলে আগামী দিনে আর ও রোগ ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়বে । এই গাছ সাধারণত আগে বিদেশে দেখা যেত এখন রাজ্য সহ পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে । অনেক মানুষ এই পার্থেনিয়াম এর ক্ষতিকর দিকটা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন তারা জানেনা যে এই গাছের কত অপকারিতা ।বাচ্চাদের এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে ক্ষতির কারণ এই পার্থেনিয়াম গাছ। পূর্ব বর্ধমানের জাতীয় শিক্ষক তথা গাছ মাস্টার নামে খ্যাত পরিবেশ আন্দোলনকারী অরূপ চৌধুরী বলেন আমরা সর্বদা গাছ লাগানোর কথা বলি এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করে বাতাসের অক্সিজেন বৃদ্ধি করবে এবং মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে কিন্তু পরিবেশের যে গাছ মানুষের ক্ষতি করবে সমাজের ক্ষতি করবে সে গাছ উপড়ে ফেলতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে শুধু সরকারি ভাবে নয় সাধারণ মানুষকেও এই গাছ নষ্ট করার ব্যাপারে আগে আসতে হবে। আর এক জাতীয় শিক্ষক তথা পূর্ব বর্ধমানের কাঞ্চননগর ডি এন দাস উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক তথা জাতীয় শিক্ষক ও পরিবেশপ্রেমী সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন অবিলম্বে এই গাছ নষ্ট করার দিকে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কড়া নিরাপত্তা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাত পোহালেই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা, বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে করা নিরাপত্তার সাথে প্রস্তুতি তুঙ্গে, কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শন করলেন কাউন্টিং অবজারভার ।

আগামীকাল রয়েছে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন। বিষ্ণুপুর কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কাউন্টিং সেন্টারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। করা নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে চারিদিক। নির্বাচন কমিশনারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রতিমুহূর্তে কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শন করছেন। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার জয় সেদিকেই নজর প্রত্যেকের।

অন্যদিকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে । সেখানেও কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রংরুম । যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অত্যন্ত সতর্ক প্রশাসন । এই দুই লোক সভা কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল পর্যন্ত ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক এক জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। অভিযোগ, রাতে ভোটের কাজ সেরে ফেরার পথে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করেন তিনি। অভিযুক্ত জওয়ানকে আটক করল চিৎপুর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ ভোটের কাজ সেরে বারুইপুর থেকে ফিরছিলেন জওয়ান। অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় ছিলেন তিনি। সেই অবস্থায় বিটি রোডের পাইকপাড়া এলাকায় এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে পড়েন তিনি। মহিলার দাবি, বাড়িতে ঢুকে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন ওই জওয়ান। জওয়ানের ওই কাণ্ডে চিৎকার করে শুরু করেন ওই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়েরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পর সেখানে পৌঁছে যায় চিৎপুর থানার পুলিশ। স্থানীয়েরা ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জওয়ানকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে চিৎপুর থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক চিত্র অঙ্কনে পুরস্কৃত লালগোলার ৪৫

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কিছুদিন আগে মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে জাতীয় স্তরের চিত্র অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় লালগোলা ব্লক থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার জিতেছিল। তারা সকলেই আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

তুরস্ক, জর্ডান, বাহারাইন, কিছু ইউরোপীয় দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল সেই প্রতিযোগিতায়।

সেই আন্তর্জাতিক স্তরের চিত্র অংকন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, দশম স্থানের পুরস্কার সহ মোট ৪৫ টি পুরস্কার ছিনিয়ে আনলো লালগোলা ব্লকের ছাত্রছাত্রীরা।

লালগোলার একটি বেসরকারি চিত্র অংকন প্রশিক্ষণ সংস্থা স্বাত্বিকের পক্ষ থেকে তারা সকলেই সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় জেতা পুরস্কার গুলি বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো রবিবার। এদিন লালগোলার মহেশ নারায়ন একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

হাওড়ার গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

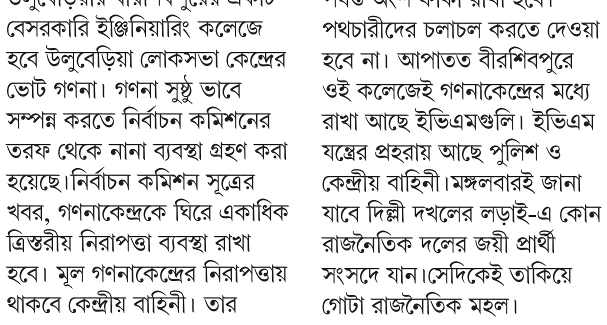

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার দুটি আসন লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হবে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা। গণনা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, গণনাকেন্দ্রকে ঘিরে একাধিক ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে। মূল গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার আগের স্তরে থাকবে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী। তারও আগের স্তরে থাকবে লাঠিধারী রাজ্য পুলিশ। গণনাকেন্দ্র থেকে ১০০ মিটার দূর পর্যন্ত অংশ ফাঁকা রাখা হবে। পথচারীদের চলাচল করতে দেওয়া হবে না। আপাতত বীরশিবপুরে ওই কলেজেই গণনাকেন্দ্রের মধ্যে রাখা আছে ইভিএমগুলি। ইভিএম যন্ত্রের প্রহরায় আছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।মঙ্গলবারেই জানা যাবে দিল্লী দখলের লড়াই-এ কোন রাজনৈতিক দলের জয়ী প্রার্থী সংসদে যান।সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজনৈতিক মহল।

প্রথম নজর

মালদ্বীপে ইসরাইলিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপে ইসরায়েলি নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে কবে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে তা জানানো হয়নি।
ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু।
বর্তমানে আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, ব্রুনেই, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া ও ইয়েমেন ইসরায়েলি পাসপোর্টধারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চালু আছে। খবর- আলজাজিরা
এদিকে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির নাগরিকদের খুব দ্রুত মালদ্বীপ ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে। যেসব নাগরিক মালদ্বীপে অবস্থান করছেন তাদের দ্রুত দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, মালদ্বীপে আপনারা কোনো বিপদে পড়লে আমাদের পক্ষে সহায়তা করা কঠিন হবে।
মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর কার্যালয়ের মুখপাত্র জানান, ইসরায়েলি পাসপোর্টের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অঙ্গীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু। তিনি ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনিদের জন্য তহবিল সংগ্রহের পদক্ষেপ নিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ১১ হাজার ইসরায়েলি নাগরিক মালদ্বীপ ভ্রমণ করেন।

হঠাৎ পদত্যাগ করলেন ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক

আপনজন ডেস্ক: ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক স্যালি বুজবি হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন। রোববার (২ জুন) ওয়াশিংটন পোস্টের প্রধান নির্বাহী এ তথ্য জানান।
স্যালি ২০২১ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক হন। তিনি ছিলেন আমেরিকান জনপ্রিয় পত্রিকাটির গত ১৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী সম্পাদক।
জানা গেছে, স্যালির নেতৃত্বে ওয়াশিংটন পোস্ট এ পর্যন্ত ছয়টি পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছে। তার মধ্যে তিনটিই গত মাসে পেয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।
প্রকাশক ও সিইও উইলিয়াম লুইস চলতি বছরের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্টের দায়িত্ব নেন। তার দায়িত্ব নেয়ার পর এ পর্যন্ত নেয়া পদক্ষেপের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। তবে, স্যালি কী কারণে পদত্যাগ করেছেন, তা জানা যায়নি।
লুইস জানান, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাবেক প্রধান সম্পাদক ম্যাট মুরে স্যালির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। তবে স্যালি কেন পদত্যাগ করছেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।
এদিকে, কর্মীদের কাছে পাঠানো ইমেইলে লুইস বার্তাকক্ষে নতুন বিভাগ চালুর কথা জানিয়েছেন। এটি গতানুগতিক বার্তা, সম্পাদকীয় ও মতামত বিভাগ থেকে আলাদা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এআই ব্যবহার করে চালু করা নতুন বিভাগের দেখভাল মুরে করবেন বলেও তিনি জানান।

হজে গিয়ে বিপাকে ২০ হাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: নিবন্ধন ছাড়াই হাজার হাজার মানুষ অবৈধ উপায়ে হজ পালনের চেষ্টা করছেন। আইন অমান্য করে হজ পালনের চেষ্টায় অন্তত ২০ হাজার মানুষকে চিহ্নিত করে মোটা অঙ্কের জরিমানা করেছে সৌদি প্রশাসন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পবিত্র মক্কা-মদিনায় পৌঁছাতে শুরু করেছেন লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি। বিশাল সংখ্যক হাজিরা যেন সবকিছু সুন্দরভাবে শেষ করতে পারেন তার কোনো কমতি রাখেনি সৌদি সরকার। তাই বেশ কিছু বিধি নিষেধও আরোপ করেছে এই হজকে ঘিরে। এরই আওতায় ওই সব লোককে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে।
সৌদি আরবের জননিরাপত্তাবিষয়ক সংস্থা জেনারেল ডিরেক্টরেট অব পাবলিক সিকিউরিটি জানিয়েছে, দোষী ব্যক্তি যে পদধারী হোক না কেন আইন অমান্য করায় তাকে শাস্তি পেতে হবে।
এর আগে রোববার থেকে সৌদি আরবে কার্যকর করা হয় পবিত্র হজবিষয়ক আইন ও নির্দেশনা অমান্য করার শাস্তি। এটি বহাল থাকবে ২১ জুন পর্যন্ত। হজ পালনের অনুমতি ছাড়া পবিত্র নগরীতে কোনো হজযাত্রীকে পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা করবে। এর আওতায় রয়েছেন সৌদি নাগরিক ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাও।
কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে উল্লেখ করেছে, কেউ অনুমতি ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহন করলে তাকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে এবং ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ১৫ লাখ টাকার বেশি।
বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি যথাযথ অনুমতি ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহনে ধরা পড়ে, তবে তাকে শাস্তি ভোগ করার পরে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে আর সৌদি আরবে ঢুকতে দেওয়া হবে না।
ইসলামের ৫টি স্তম্ভের একটি হজ। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হলেও হজ করা বাধ্যতামূলক। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে।

হামাস মানলে ইসরায়েলও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মানবে: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান যুদ্ধের ইতি টানতে নতুন যে যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে, হামাস রাজি থাকলে ইসরায়েলও সেটি মেনে নেবে বলে আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এ কথা জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন করবি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনাটি তুলে ধরেন। সেখানে বলা হয়েছে, মোট তিন ধাপে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে, যার প্রথম ধাপ শুরু হবে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে।
ওই সময়ে গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া হবে। দেওয়া হবে মানবিক সহায়তা। একই সঙ্গে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে মধ্যে বন্দী এবং জিম্মি বিনিময় হবে বলেও পরিকল্পনায় বলা হয়েছে।
যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাবে ইসরায়েল রাজি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যদিও ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য ইতোমধ্যেই প্রস্তাবটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।
যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি এমন একটি সময়ে দেওয়া হলো যখন ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজার রাফাহ শহরে বিমান হামলা জোরদার করেছে।
ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র দেওয়া তথ্যমতে, হামলার মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার পরে রাফাহ'র ৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্রের সবক'টি এখন খালি পড়ে রয়েছে।
অন্যদিকে, মধ্য গাজার কিছু অংশ এবং খান ইউনিস শহর মিলিয়ে আরও অন্তত ১৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রোববার মার্কিন গণমাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র মি. করবি বলেছেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে হামাস রাজি হলে ইসরায়েলও 'হ্যাঁ বলবে'।
'আমরা এখন হামাসের কাছ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি,' বলেন মি. করবি।
ইসরায়েল ও হামাস, উভয়পক্ষই 'যত দ্রুত সম্ভব' ঘোষিত যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ কার্যকর করতে সম্মত হবে বলেও আশা করছেন তিনি। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন করবি আরও আশা করছেন যে, ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চলাকালে উভয়পক্ষই বৈঠকে বসবে।
'দুই পক্ষই এই সময়ে বৈঠকে বসবে এবং আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে যে, দ্বিতীয় দফার যুদ্ধবিরতি কেমন হবে এবং কখন সেটি শুরু করা যাবে,' বলেন মি. করবি।
এ দফায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে হামাস রাজি হবে বলে আশা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কেননা, দেশটির গোয়েন্দারা মনে করছেন, হামাস সামরিকভাবে আগের চেয়ে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই তারা গত ৭ অক্টোবরের মতো আরেকটি হামলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না।
'আমরা বলছি না যে, তারা (হামাস) এখন আর ইসরায়েলি জনগণের জন্য কোনো হুমকি না। অবশ্যই তারা হুমকি," বলেন মি. করবি।
'কিন্তু তারা (অতীতে) যে কাজ করেছে, সেটি করার সামরিক সক্ষমতা (এখন) তাদের নেই,' যোগ করেন মি. করবি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে গাজায় যুদ্ধবিরতির নতুন প্রস্তাবটি সবিস্তারে তুলে ধরেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউজে দেওয়া এক বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে একটি 'পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি' হবে। একই সঙ্গে জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিনি বন্দীদের জিম্মি বিনিময়ের মতো বিষয়গুলোও সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানান তিনি।

ইরান ও আরব আমিরাতের সম্পর্ক উন্নয়নের আহ্বান চীনের

আপনজন ডেস্ক: ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছে চীন। সোমবার (৩ জুন) এই আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক উন্নয়নের আহ্বান জানিয়ে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতভেদ দূর করতে হবে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রবিবার (২ জুন) জানিয়েছে, উপসাগরীয় তিনটি দ্বীপের ইরানি মালিকানা নিয়ে চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিতর্কিত বিবৃতির প্রতিবাদে তেহরানে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ইরান। আমিরাতের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্প্রতি চীন যৌথ বিবৃতি দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তেহরান।
আবু মুসা, গ্রেটার ও লেসার তুনব নামের ওই তিন দ্বীপের মালিকানা ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত উভয় দেশই দাবি করে। তবে দ্বীপ তিনটি ১৯৭১ সাল থেকে ইরানের দখলে রয়েছে।

ইসরায়েলের 'ধ্বংস' ভবিষ্যদ্বাণী করলেন খামেনি

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সোমবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সাধারণ শত্রু ইসরায়েলের 'ধ্বংস' ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।
আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর ৩৫ বছর স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় ৮৫ বছর বয়সী খামেনি এসব কথা বলেন। খোমেনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, যা মার্কিন সমর্থিত রাজতন্ত্র প্রতিস্থাপন করেছিল। আলী খামেনি বলেন, ফিলিস্তিনি ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলা ছিল 'জায়নবাদী শাসনের জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক ধাক্কা'। এটি ইসরায়েলকে সে পথে নিয়েছে, 'যে পথের সমাপ্তি ঘটবে শুধু তাদের ধ্বংসে'। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে প্রধান শিয়া শক্তি ইরান ইসরায়েল ও সেই দেশের পশ্চিমা মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের তিক্ত শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইরান তার প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে। তবে তেহরান জোর দিয়ে তাদের এই কর্মসূচিকে বেসামরিক উদ্দেশ্যের বলে থাকে। এ ছাড়া ইসরায়েল ও ইরান দীর্ঘকাল ধরে হত্যা ও নাশকতার ছায়া যুদ্ধে লিপ্ত।
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানের সশস্ত্র মিত্ররা একটি তথাকথিত 'প্রতিরোধের অক্ষ' জোট গঠন করেছে।
গাজা যুদ্ধের কারণে ইরান ও ইসরায়েল এপ্রিলের মাঝামাঝি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। তেহরান ইসরায়েলে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, যার অধিকাংশই বাধা দেওয়া হয়েছে। ইরান বলেছে, তারা ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার বিষয়ে আগে থেকে অবগত ছিল না। কিন্তু হামলার পর থেকে তারা এর প্রশংসা করেছে।
খামেনি বলেছেন, হামলাটি 'সঠিক সময় ঘটেছে' এবং 'মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি বড় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করেছে'। তার এ বক্তব্য সম্ভবত ইসরায়েল ও আরব শক্তির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যস্থতার জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করে।
তেহরানের কাছে খোমেনির সমাধিতে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশে বক্তৃতাকারী খামেনি আরো বলেন, 'জায়নবাদী শাসন বিশ্বের মানুষের চোখের সামনে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই বা পরে, যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে।' হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার পর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হয়।
ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, সেই হামলায় এক হাজার ১৯০ জন নিহত হয়েছিল, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। পাশাপাশি যোদ্ধারা প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়, যাদের মধ্যে ১২০ জন গাজায় রয়ে গেছে। পাশাপাশি এদের মধ্যে ৩৭ জন মারা গেছে বলে সেনাবাহিনী বলছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চিনের বিরুদ্ধে জেলেনস্কির মারাত্মক অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালে ইউক্রেনের ওপর হামলার ঠিক আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের চীন সফরের সময় দুই দেশ 'সীমাহীন' মৈত্রীর অঙ্গীকার করেছিল। ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে চীন 'নিরপেক্ষ' অবস্থানের দাবি করে আসছে। যুদ্ধের শুরু থেকে পশ্চিমা জগতের নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানো সত্ত্বেও চীন সে দেশকে কোনো সামরিক সহায়তা দেয়নি বলে দাবি করছে। অথচ মার্কিন প্রশাসন চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে 'ডুয়াল ইউজ' বা বেসামরিক ও সামরিক কাজে ব্যবহার করা যায়—এমন সামগ্রী রপ্তানির অভিযোগ এনেছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবার পরোক্ষভাবে চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে প্রত্যক্ষ মদত দেওয়ার একাধিক অভিযোগ আনলেন। তার মতে, চীনের মদতের কারণেও ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, সুইজারল্যান্ডে আসন্ন ইউক্রেন শান্তি সম্মেলন বানচাল করতে রাশিয়াকে সহায়তা করছে চীন। রাশিয়া সম্মেলনে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় চীনও সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সরিসরি নাম না নিয়েও জেলেনস্কি বলেন, অন্যান্য অনেক দেশের ওপর সম্মেলনে অংশ না নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে চীন।
সিঙ্গাপুরে 'শাংরি লা ডায়ালগ' নামের প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সম্মেলনে সশরীরে যোগ দিয়ে জেলেনস্কি এশিয়ার দেশগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। রাশিয়ার হামলা মোকাবেলায় তিনি ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তারও আবেদন জানান।
সুইজারল্যান্ডে ইউক্রেন শান্তি সম্মেলনে শীর্ষ নেতাদের উপস্থিত থাকারও অনুরোধ করেন জেলেনস্কি।
তার মতে, এখনো পর্যন্ত প্রায় ১০০ দেশ ও প্রতিষ্ঠান সম্মেলনে অংশ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।
চীন জেলেনস্কির অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি মন্তব্য করেনি। তবে সম্মেলনে উপস্থিত চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী দং জুন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে চীন নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করলেও এখনো সেই শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি বলে দাবি করছে। বেইজিংয়ে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং শুক্রবার বলেন, আন্তর্জাতিক সমাজ এ ক্ষেত্রে চীনের প্রত্যাশা এখনো পূরণ করেনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৯	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১২	
মাগরিব	৬.২৩	
এশা	৭.৪৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট পাচ্ছে মেক্সিকো

আপনজন ডেস্ক: ইতিহাসে প্রথম বারের মতো নারী প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছে মেক্সিকো। বুথ ফেরত জরিপ বলছে, ৬১ বছর বয়সী ক্লাউডিয়া শেইনবাম দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন।
মেক্সিকো সিটির সাবেক এই মেয়র রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৫৬ শতাংশ ভোটে জয়ী হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভোটের প্রাথমিক ফলাফলও বলছে যে, তিনি তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী জোছিটল গালভেজকে পরাজিত করে দেশটির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে এগিয়ে আছেন।

'গুপ্তচরবৃত্তির জন্য চিনা দম্পতিকে নিয়োগ ব্রিটেনের'

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ গোয়েন্দা পরিষেবা এমআই৬-এর বিরুদ্ধে বেইজিং সোমবার যুক্তরাজ্যের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করেছে। এতে বলা হয়েছে, একটি চীনা রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কাজ করা এক দম্পতিকে নিয়োগ করেছে তারা। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, এমআই৬ এক চীনা দম্পতিকে নিয়োগ করেছে, যারা রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সংস্থার জন্য কাজ করতেন।
চীনা কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে, ওয়াং নামের একজন কর্মী ও তার স্ত্রী ঝো ২০১৫ সালে চীন-ইউকে এক্সচেঞ্জ প্রগ্রামে অংশ নেওয়ার পর তাদের এমআই৬-এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে, ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থার মূল বিষয়গুলোতে ওয়াংকে জড়িত করার জন্য ব্রিটিশ পক্ষ জনসাধারণের গবেষণা প্রকল্পগুলোকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। তারা সাধারণ পরামর্শমূলক ফি থেকে ওয়াংকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি অর্থও প্রদান করে।
গ্লোবাল টাইমস তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, 'কিছু সময় পর ব্রিটিশ পক্ষ পরিস্থিতিটিকে পরিণত হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং ওয়াংয়ের সঙ্গে এমআই৬ কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেয়।
তাদের পরিচয় প্রকাশ করে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তার পরিষেবার জন্য অনুরোধ করে, উচ্চতর পারিশ্রমিক ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দেয়।'

রুমানিয়ায় ইসরায়েলি দূতাবাসে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার (৩ জুন) এ ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুখারেস্টে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসে একটি পেট্রলবোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই বিস্ফোরণে কোনো ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে রুমানিয়ান কর্তৃপক্ষ। তিনি সিরিয়ার বংশোদ্ভূত। নিরাপত্তা পরিদর্শনের সময় পেট্রলবোমাটি বের করেন।
তারপর আগুন জ্বালিয়ে নিক্ষেপ করেন তিনি।

পর্তুগালে মাঝ আকাশে দুই বিমানের সংঘর্ষ, পাইলট নিহত

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগালে এয়ার শো চলাকালীন দুটি ছোট বিমানের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন পাইলট নিহত এবং অন্যজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
পতুর্গালের সংবাদ সংস্থা লুসা'র বরাত দিয়ে রোববার (২ জুন) তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পর্তুগিজ বিমান বাহিনীর (পিএএফ) ৭২তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ পর্তুগালের বেজার এয়ার বেস নম্বর ১১-তে আয়োজিত এয়ার শো চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
পতুগিজ বিমান বাহিনী (পিএএফ) পরবর্তীতে এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করে বলেছে; অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিমান বাহিনী এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে (স্থানীয় সময়) বেজা এয়ার শো-তে দুটি বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। পিএএফের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বিমান দুটি 'ইয়াকভলেভ ইয়াক-৫২' (সোভিয়েত ডিজাইন) মডেলের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিহত পাইলট একজন স্প্যানিশ নাগরিক বলেও জানানো হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজিরি

‘আইনের শাসন’

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই সাংবিধানিকভাবে ‘গণতন্ত্র’ রহিয়াছে; কিন্তু গণতন্ত্র যে আসলে কী জিনিস—তাহার বিপরীতে এই সকল দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক হানাহানি, হিংস্রতা, রক্তের হোলি খেলা দেখিয়া চমকাইয়া যাইতে হয়। নির্বাচনে সহিংসতা কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী—তাহা আমরা কয়েক দশক ধরিয়া একটি বৃহত্ উন্নয়নশীল দেশের সকল ধরনের নির্বাচনে দেখিয়া আসিতেছি। সেইখানে নির্বাচনে ধাওয়া-পালটাধাওয়া, হামলা-প্রতিহামলা, ভাঙচুর-নৃশংসতা, হানাহানি, খুনাখুনির মতো হেন খারাপ দৃষ্টান্ত নাই যাহা হয় না। ধারালো অস্ত্রের আস্ফালন আর বোমাবাজি তো আছেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতে পারে—‘ওরে বাবা! এই কেমন নির্বাচন!’

এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো আমাদের উপলব্ধি হয়—জ্ঞানসমুদ্রের তীরে আমরাও যেন নুড়ি কুড়াইতেছি মাত্র। আরো কত দেখিবার আছে! বুঝিবার আছে! তৃতীয় বিশ্বের এমনতর গণতন্ত্র দেখিয়া আমাদের মনে পড়িয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত দ্রোণাচার্যের পুত্রের কথা। অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা ছোটবেলায় ধনীপুত্রদের দেখাদেখি দুধ খাইতে চাহিতেন; কিন্তু দরিদ্র দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না দুগ্ধ ক্রয় করিবার; কিন্তু পুত্রের আশা মিটাইতে তিনি দুগ্ধের পরিবর্তে চালবাটা পিটুলি গোলা দিয়া পুত্রকে বলিতেন—ইহাই দুধ। তাহার গরিব পুত্রও চালবাটা পিটুলি গোলা খাইয়াই ‘দুধ খাইতেছি’ ভাবিয়া আনন্দ করিতেন এবং নিজেকে ধনীপুত্রদের সমতুল্য মনে করিতেন।

অনেকেই মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেরই গণতন্ত্রই হইতেছে অশ্বত্থামার চালবাটা পিটুলি গোলা খাইবার মতো। উহা আসলে দুধ বা গণতন্ত্র নহে। প্রথম কথা হইল—গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে, ইহার পাশাপাশি বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টিও থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না। ইহা যেন গণতন্ত্র নামক দুধের বদলে চালবাটা গোলানো পিটুলি গোলা গিলানো। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণও সেই ‘পিটুলি গোলা’ পান করিয়া ‘দুধ খাইয়াছি’ ভাবিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতেছে—নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই দেশগুলিতে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। স্পষ্টতই, তৃতীয় বিশ্বে গণতান্ত্রিক মন্দাদশা দিনদিন বাড়িতেছে, ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বে গাল ফুলাইয়া বলা হয়—কেহ আইনের ঊর্ধ্বে নহে। অথচ যেই অপরাধের জন্য তাহাকে আইনের শাসানি দেওয়া হইল, দেখা যাইবে সেই অপরাধ শতসহস্র মানুষ করিয়াছে কিংবা করিতেছে; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে আইন যেন চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে। অথচ সত্যিকারের আইনের প্রয়োগ হইলে সকলের ক্ষেত্রেই তাহা সমানভাবে হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার ‘দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ’ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—‘অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।’

প্রকৃতপক্ষে, আইনের শাসনের অভাব থাকিলে কী হইতে পারে—তাহার জলজ্যান্ত উদাহরণ বর্তমানে আইনের স্বর্গোদ্যানখ্যাত জার্মানিতেই একসময় দেখা গিয়াছিল। নাসি আমলে বিচারের নামে যেই প্রহসন চলিত আদালতকক্ষে, তাহা আজও সিনেমা বা পুরাতন তথ্যচিত্রে যে কেহ দেখিলে তাহার শরীর দিয়া শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে। বিচারকরা নিরপরাধ আসামিদের উপর হম্বিতম্বি করিয়া তাহাদের কথা বলিতে দিতেন না। রায় ছিল পূর্বনির্ধারিত। দূরভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব যদি আর তৃতীয় না থাকে—তখন বর্তমান সময়ের ‘গণতন্ত্র’ ও ‘আইনের শাসন’ দেখিয়া ভবিষ্যত্ মানুষের শরীর দিয়া কি শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে না?

মিসরের সিসি কেন এভাবে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন

মিসরের সীমান্ত লাগোয়া তাঁবুর শহর রাফায় গত রোববার (২৬ মে) ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ চিত্র সারা বিশ্বকে শোকবিহ্বল করে তোলে। এই গণহত্যা সে সময়ে সংঘটিত হলো, যখন গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরোটা প্রায় ভেঙে পড়েছে। আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো এবং হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ‘ভগিনী মিসরের’ প্রতি দেশটির জনগণের আবেদন বাড়ছে। কিন্তু মিসরের সরকার এই আবেদনের ব্যাপারে নীরব রয়েছে। লিখেছেন **আহমেদ আবদিন...**

মিসরের সীমান্ত লাগোয়া তাঁবুর শহর রাফায় গত রোববার (২৬ মে) ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ চিত্র সারা বিশ্বকে শোকবিহ্বল করে তোলে।

এই গণহত্যা সে সময়ে সংঘটিত হলো, যখন গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরোটা প্রায় ভেঙে পড়েছে। আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো এবং হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ‘ভগিনী মিসরের’ প্রতি দেশটির জনগণের আবেদন বাড়ছে। কিন্তু মিসরের সরকার এই আবেদনের ব্যাপারে নীরব রয়েছে। রাফায় ওই হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিসর সীমান্তে মিসরীয় ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে সংঘাতে দুজন মিসরীয় সেনার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মিসরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্ষোভের ঢেউ ওঠে।

মিসর সরকারের অবস্থান জনগণের মধ্যে ক্ষোভ আরও উসকে দেয়। এই সংঘাতের খবর ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে যখন প্রচার চলছে তখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকা সংবাদমাধ্যমগুলো যথারীতি সরকারি ভাষ্যের জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

মিসরের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র অবশেষে একটি বিবৃতি দেয়, যেখানে উল্লেখ করা হয়, গোলাগুলির ঘটনার ব্যাপারে সেনাবাহিনী তদন্ত করছে। কিন্তু ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ভাষ্য কিংবা হতাহতের কোনো তথ্য বিবৃতিতে দেওয়া হয়নি। নিহত দুই সেনার শেষকৃত্যের সময়ও মিসর সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো অবস্থান ভিন্ন ছিল না। নিহত একজন সেনাসদস্য আবদুল্লাহ রামাদানকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়। কিন্তু রীতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনকালে নিহতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মিসরের সেনাবাহিনী তাদের একজন সেনাকেও সেখানে পাঠায়নি।

অপর সেনা ইব্রাহিম ইসলাম আবদেল রাজ্জাকের নিহত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাঁর দাফনের চিত্র দেখা যাচ্ছে, সেখানে সমবেত জনতাকে ইসরায়েলবিরোধী স্লোগানও দিতে শোনা গেছে।

ক্যাম্প ডেভিড কৌশল

৭ অক্টোবর ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ শুরুর পর মিসরে জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মিসর সরকারের অবস্থান জনগণের পুরোপুরি বিপরীতে।

মিসরের শাসকদের এই কৌশলনীতির জন্ম হয় ১৯৭৮ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি অনুসারে। সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিসরে এই চুক্তিটিই একমাত্র কৌশলগত রূপকাঠামো। এই কৌশলনীতি মিসরের বর্তমান শাসকেরা অব্যাহতভাবে লাভবান হচ্ছেন, আর তাঁরা এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজেও লাগাচ্ছেন। সৌদি আরবের টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিসরের তথ্যসেবা বিভাগের প্রধান তেল আবিবের সঙ্গে কায়রোর সম্পর্ককে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যকার চুক্তিটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা যায় এই ভাষ্য থেকে। চুক্তির মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় আরব রাষ্ট্র মিসরকে আরব-ইসরায়েল সংঘাত থেকে বের করে আনা গেছে। ধীরে ধীরে এটিই রাষ্ট্রটির ‘পবিত্র’ কৌশলনীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের আমল থেকে মিসরের শাসকদের মধ্যে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কটি ইসরায়েলের সঙ্গে মিসরের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। এই ধারণা সিসির আমলে আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। সিসি তাঁর ক্ষমতার প্রথম দিন থেকেই এই ধারণাই লালন করে চলেছেন এবং তাতে লাভবানও হয়ে আসছেন।

যুক্তরাষ্ট্র মিসরকে বছরে ১৩০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে আসছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইউরোপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্র সংস্থাগুলো মিসরকে আরও অতিরিক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে। সর্বশেষ আইএমএফের উদ্ধার প্যাকেজ মিসরকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে টেনে তুলেছে।

মিসরের এই কৌশলনীতি থেকে ইসরায়েলও বড় ধরনের লাভবান হচ্ছে। তারা কেবল প্রধান একটি আরব দেশকে সংঘাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না, ইসরায়েলি জনগণের কাছে এই ধারণাও প্রচার করতে পারছে যে মিসর তাদের অনুগত একটা দেশ। তারই দৃষ্টান্ত দেখা গেল, সীমান্তে মিসরীয় সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং ফিলাডেলফিয়া করিডরের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলি বাহিনী নেওয়ার পরও সিসি সরকারের নীরব অবস্থান। ফিলাডেলফিয়া করিডরের ব্যাপারে ইসরায়েলকে মিসর সতর্ক ও হুমকি দিলেও শেষ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখন ইসরায়েল বলছে যে মিসরের হুমকি-ধমকি ছিল শূন্য কলসের মতো আওয়াজ।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ শুরুর পর মিসরে জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মিসর সরকারের অবস্থান জনগণের পুরোপুরি বিপরীতে। মিসরের শাসকদের এই কৌশলনীতির জন্ম হয় ১৯৭৮ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি অনুসারে। সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিসরে এই চুক্তিটিই একমাত্র কৌশলগত রূপকাঠামো। এই কৌশলনীতি মিসরের বর্তমান শাসকেরা অব্যাহতভাবে লাভবান হচ্ছেন, আর তাঁরা এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজেও লাগাচ্ছেন। সৌদি আরবের টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিসরের তথ্যসেবা বিভাগের প্রধান তেল আবিবের সঙ্গে কায়রোর সম্পর্ককে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যকার চুক্তিটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা যায় এই ভাষ্য থেকে। চুক্তির মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় আরব রাষ্ট্র মিসরকে আরব-ইসরায়েল সংঘাত থেকে বের করে আনা গেছে। ধীরে ধীরে এটিই রাষ্ট্রটির ‘পবিত্র’ কৌশলনীতিতে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমের দুষ্কর্মের দোসর

এই সমীকরণ নিশ্চিতভাবেই আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আসা ও থাকার ক্ষেত্রে মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে মিসরজুড়ে নানা নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী প্রার্থী আহমেদ তানতায়ির সমর্থকদের গ্রেপ্তার, ভোটদানে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনা ঘটিয়েও পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি। রাফা সীমান্তে যেদিন সংঘাত হলো, সেদিন তানতায়িকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এ ঘটনাতেও নিশ্চুপ থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরায়েলের সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মিসর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় হাজির হয়েছে। মিসর চায় যেকোনো উপায়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংঘাত যেন বন্ধ হয়। তাদের ভয় হচ্ছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে, বিশেষ করে সিনাই উপত্যকায় যদি ফিলিস্তিনিদের ঠাঁই দিতে হয়, তাহলে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

সীমান্তে ইসরায়েলের সঙ্গে মিসরের সামরিক উত্তেজনা বাড়ছে। আর এই উত্তেজনাকে সিসি তার প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন, যে তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতিরক্ষক।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিসি সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পথ অনুসরণ করছেন। হোসনি মোবারক যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বলতে চাইতেন যে তাঁর সরকারের পতন মানে মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসা।

এখন সিসি বলতে চাইছেন, তাঁর সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়া মানে গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতায় আসা। আর সেই শক্তি ইসরায়েলের প্রতি বৈরী হবে। কিন্তু ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার পরও সিসির হাতেই যে সব সমীকরণ থাকবে, সেটা বলা যাবে না।

আহমেদ আবদিন, মিসরীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

রিড গ্যালেন

রিপাবলিকান নেতারা কেন ট্রাম্পের বশ্যতা মেনে নিচ্ছেন

ব্যবসায়িক রেকর্ড জাল করাবিষয়ক ৩৪টি অপরাধমূলক কাজের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে এর কারণে রিপাবলিকান পার্টিতে তেমন কোনো অদলবদল আসার সম্ভাবনা নেই।

ট্রাম্প এখনো শুধু রিপাবলিকান পার্টির অবশ্যম্ভাবী মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থীই নন; বরং রিপাবলিকানরা বারবার প্রমাণ করেছেন, ট্রাম্প যত বড় অবিবেচনাপ্রসূত কাজই করুন না কেন, তাঁকে তাঁরা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে রাজি আছেন।

এটি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সংবাদপত্রের শিরোনামগুলোতে ট্রাম্পের অবস্থানকে যতটা শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, তিনি ততটা শক্তিশালী অবস্থায় আসলে নেই। ফক্স নিউজের মতো ডানপন্থী মিডিয়া, থার্ড পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী, ডার্কমানি গ্রুপ এবং রাশিয়ার প্রভাব-সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের সহায়তা যদি ট্রাম্প না পান, তাহলে আজ তিনি যত ভোট পাবেন বলে মনে হচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ কম ভোট তাঁর বাক্সে জমা হবে।

তবু যে হাই প্রোফাইল রিপাবলিকানরা একসময় ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও নভেম্বরের আগে এই সাবেক প্রেসিডেন্টের ভালো দিকগুলো তুলে ধরার জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন। আমরা ভালো করেই জানি, ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (মাগা) স্লোগান শুনে তাঁদের মধ্যে এই ভাবের উদয় হয়নি। এর পেছনে আছে অন্য কারণ। কী সেই কারণ?

এ ধরনের হাই প্রোফাইল রিপাবলিকানের নামের তালিকা ধরে যদি এগোই, তাহলে প্রথমেই যাঁর নাম আসবে তিনি হলেন সাবেক মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার। তিনি একসময় ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডকে ‘বিবমিষা উদ্রেককারী’ এবং ‘ঘৃণাজনক’ হিসেবে বর্ণনা করে এই উপসংহার টেনেছিলেন যে ট্রাম্পের ‘ওভাল অফিসের ধারেকাছেও থাকা উচিত হবে না।’

কিন্তু সেই উইলিয়াম বারের সুর এখন একেবারে উল্টে গেছে। সম্প্রতি ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে তিনি নিশ্চিত করেছেন, আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি ট্রাম্পকে ভোট দেবেন। তিনি প্রেসিডেন্টের ‘নিরঙ্কুশ নির্বাহী ক্ষমতা তত্ত্ব’ বলে এমন একটি ধারণা দিয়েছেন, যেখানে প্রেসিডেন্ট যা করবেন, সেটিই আইনি দিক থেকে বৈধ হবে। তিনি এই তত্ত্বের বিভিন্ন ভালো দিক তুলে ধরে তার প্রশংসা করেছেন।

ধারণা করি, ট্রাম্পকে সমর্থন দেওয়ার এই ভণ্ডামিকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা হিসেবেই উইলিয়াম বার দাবি করেছেন, তিনি ‘সব সময় বলে এসেছেন’, ‘দুটি খারাপ পছন্দের মধ্যে’ যেটি কম ক্ষতিকর, সেটিকে বেছে নেওয়া তাঁর ‘কর্তব্য’।

তিনি বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস, যে প্রার্থী ‘দেশের জন্য কম ক্ষতিকর’ তাঁকেই তিনি বেছে নেবেন এবং সেই বিবেচনায় তাঁর উচিত হবে ‘রিপাবলিকান টিকিট পাওয়া’ প্রার্থীকে ভোট দেওয়া।

কিন্তু যে বিষয়টি বুঝতে আমাদের ভুল করা চলবে না তা হলো, বারের এই চিন্তায় আসার পেছনে দেশের লাভের কোনো ব্যাপার নেই, তাঁর এই ভাবনার অনুপ্রেরণা হলো তাঁর ব্যক্তিগত লাভ।

ট্রাম্প বলে রেখেছেন, তিনি জিতলে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে যাঁরা ‘অন্যায়’ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিশোধ নেবেন। বার ভালো করে জানেন, ট্রাম্প জিতলে তিনি সত্যিই প্রতিশোধ নেবেন।

ট্রাম্প ইতিপূর্বে এ-ও বলেছেন, যাঁরা প্রকাশ্যে তাঁর সামনে মাথা নত করবেন, তাঁদের তিনি ‘ক্ষমা’ করবেন। উইলিয়াম বার জেলে যেতে চান না। এ কারণে আপাতত অনুশোচনা যত অপমানজনকই হোক, তিনি তা দেখিয়ে বড় অপমান থেকে বাঁচার চেষ্টা করে দেখবেন।

এরপর ওকলাহোমার সিনেটর জেমস ল্যাঙ্কফোর্ডের কথা বলা যায়। দ্বিদলীয় অভিবাসন বিল নিয়ে আলোচনায় তাঁর ভূমিকার জন্য তাঁকে ট্রাম্প আক্রমণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ল্যাঙ্কফোর্ড সম্প্রতি ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন। বার, ল্যাঙ্কফোর্ড এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারের গভর্নর ক্রিস সুনুনুর মতো অন্যদের এভাবে জনসমক্ষে আত্মবিক্রয়ে রাজি হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ আছে।

দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনের সাংবাদিক ম্যাককে কপিন্সের কথা থেকে সেই কারণ বোঝা যাবে। তিনি সম্প্রতি এক পর্যবেক্ষণে বলেছেন, ট্রাম্পের শিবিরে যোগ দিতে হলে রিপাবলিকানদের এখন আবশ্যিকভাবেই ‘তাঁদের সামাজিক (এবং রাজনৈতিক) ইকোসিস্টেম’ পরিত্যাগ করতে হবে।

রিপাবলিকান নেতারা প্রত্যেকে এমন একটি কর্তৃত্ববাদী আন্দোলনের ফসল, যা কিনা নেতার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে ঢিলেমি করা সমর্থকদের ‘শুদ্ধ’ করার বিষয়ে কোনো দ্বিধা করে না।

আপনি এই আন্দোলনের সঙ্গে ‘ট্রাম্প’, ‘মাগা’, ‘আমেরিকা ফার্স্ট’—যা ইচ্ছা জুড়ে দিতে পারেন, তাতে আলোচ্য আন্দোলনের নেতৃত্বের পদাধিকার নিয়ে কোনো মতবিরোধ তৈরি হবে না। সবাই সেই আন্দোলনের নেতাকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেবে। রিপাবলিকান পার্টি এখন কার্যত কাপুরুষ, খামখেয়ালি ও ফ্যাসিবাদীদের খপ্পরে পড়ে গেছে।

রিড গ্যালেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সাবেক রিপাবলিকান কৌশলবিদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রপন্থী সংস্থা দ্য লিংকন প্রজেক্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বিশ্ব সাইকেল দিবসে আরোহীদের জন্য আলাদা লেনের দাবি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশ্ব সাইকেল দিবসে সাইকেল আরোহী দের জন্য আলাদা লেনের দাবী সাইকেল কমিউনিটির। এদিন আলাদা সাইকেল লেনের দাবিতে সাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির সদস্যরা। উল্লেখ্য, ৩ জুন বিশ্ব সাইকেল দিবস। ছোটবেলা থেকে সাইকেল চালানোর স্মৃতি কমবেশী অনেকেরই আছে। এখনও অনেকে সাইকেল চালান। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে বালুরঘাটের মতো ছোট্ট শহরেও বেড়েছে দু চাকা, চার চাকা যানবাহনের সংখ্যা। সাইকেল যারা চালায় তারা রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সাইকেল আরোহী দের জন্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় এবং মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গঠিত হয়েছিল বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি। এদিন সাইকেল আরোহী দের জন্য আলাদা সাইকেল লেনের দাবীতে সাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করলো থানা মোড়ে বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির সদস্যরা। পাশাপাশি, এদিন বিকেলে থানা মোড়ে দাঁড়িয়েই সমীক্ষা করে বালুরঘাট কমিউনিটির সদস্যরা। প্রতি মিনিটে প্রায়১৫ থেকে ২০ টি সাইকেল বালুরঘাটের রাস্তায় চলাচল করছে। কিন্তু বাইক, চারচাকা যানবাহনের দাপটে তাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক ও আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে চালাতে হচ্ছে। তার মধ্যে বয়স্ক মানুষরা যেমন আছে। তেমনই আছে ছাত্র ছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, করোনার সময় কালে প্রথম গঠন হয়েছিল বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি। তখন থেকেই দাবী ছিল আলাদা সাইকেল লেন ও সাইকেল আরোহী দের সুরক্ষার। এদিন সেই দাবী তেই পথে নামলো তারা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, তুহিন শুভ্র মণ্ডল, বিজন সরকার,নয়ন কর্মকার,কিঙ্কর দাস প্রমুখ। বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির পক্ষে তুহিন শুভ্র মণ্ডল, বিজন সরকাররা জানান আমরা মোট ১০০০ জন সাইকেল আরোহীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পৌরসভা ও প্রশাসনের কাছে জমা দেব।

জলপাইগুড়ির টোটো চালকের সততার নজির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: সততার নজির দেখালেন জলপাইগুড়ির এক টোটো চালক। টাকা, গহনা, এটিএম কার্ড, জরুরি কাগজপত্র সহ মানি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের তুলে দিয়ে সেই টোটো চালক সমাজে বার্তা দিলেন “পরের ধন নাহি লবে, চিরদিন সুখে রবে”।
জানা গেছে জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন এলাকার টোটো চালক গৌরাঙ্গ রায় রবিবার রাতে জলপাইগুড়িতে টোটো চালানোর সময় একটি ম্যানি ব্যাগ কুড়িয়ে পান। সেই ম্যানি ব্যাগে নগদ টাকা, সোনার গহনা সহ এটিএম কার্ড ও পরিচয়পত্র ছিল।
টোটো চালক গৌরাঙ্গ রায় ম্যানি ব্যাগ টি প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে কোতোয়ালি থানার দারস্থ হন রবিবার রাতে। তিনি ম্যানি ব্যাগটি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তের হাতে তুলে দেওয়ার পর জানান আমি ছোটো বেলায় বইয়ে পড়েছিলাম ‘পরের ধন নাহি লবে, চিরদিন সুখে রবে।’ তাই মানুষের ধনের প্রতি আমার লোভ লালসা নেই। অন্যদিকে রবিবার রাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত জানান গৌরাঙ্গ বাবুকে সাধুবাদ জানাই। সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকের এরকমই কর্তব্যরত হওয়া উচিত।’

যাকাত ফাউন্ডেশনের ভ্যান বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: রবিবার সকাল দশটা থেকে এক মজলিস-এর আয়োজন করা হয়।
উক্ত মজলিসে দুস্থ্য, গরিবদের শাড়ি, লুঙ্গি, ভ্যান, এবং অর্থ বিতরণ করা হয়। উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি হইতে প্রাপ্ত উপহার প্রাপ্ত মাস্টার আমানুল্লাহ সাহেব, ডক্টর শফিউল্লাহ সাহেব, প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এর স্বাস্থ্য অধিকারী সৈয়দ রহমাতুল্লাহ সাহেব, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মাস্টার আবু তাহের, মাস্টার লুৎফর রহমান, মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক মাওলানা ইমাম হোসেন মাজাহেরী সাহেব, যাকাত ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক আলহাজ্ব মাস্টার আবদুল্লাহ সরদার মহাশয় বলেন আগামী দিনে গরীব দুখীদের যাকাতের মাধ্যমে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। দুয়ার মাধ্যমে মাওলানা ইমাম হোসেন মোজাহেরী সাহেব সভাটির কাজ শেষ করেন।

সূর্যনগর পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথে পুনঃনির্বাচনে ক্ষুব্ধ ভোটাররা

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথে সোমবার দিন পুনঃনির্বাচন হয়। আর এই পুনঃনির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে আসা ভোটাররা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের দাবি এক তারিখে যে ভোট হয়েছিল সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ভোট হয় কোন গন্ডগোল কিছুই হয়নি তারপরেও নির্বাচন কমিশনার পুনঃনির্বাচন করে এই এই ২৬ নম্বর বুথে। আদই ভোটারা জানেনা কি কারনে দুবার ভোট হচ্ছে তাদেরকে লাইনে দাঁড়িয়ে দুবার করে ভোট দিতে হচ্ছে একদিকে যেমন গরম অন্যদিকে কাজকর্ম ফেলে ভোট কেন্দ্রে আসতে হয় ভোটারদের। ভোটার আদুই জানত না যে ,দ্বিতীয়বার তাদের ভোট দিতে হবে ,বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই ২৬ নম্বর বুথে এলাকার মানুষদেরকে জানানো হয় ফোনের মাধ্যমে এমনটাই জানা যায় ভোটারদের কাছ থেকে, এরকম এক ভোটার আসাদুল মোল্লা একজন দিনমজুর তিনি এক তারিখে ভোট দিয়ে চলে গেছিলেন কাজ,সেই কাজ ফেলে আবার তাকে সোমবার দিন সকালে আসতে হয়। কি কারনে বিরোধীরা অভিযোগ করেছিল এই ভোট কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচনের জন্য তা আদৌ জানত না। ওই গ্রামের বাসিন্দা সভা হালদার তিনি বলেন নির্বাচন কমিশনের খেয়াল খুশি যে বুথে শান্তির শৃঙ্খলার সঙ্গে ভোট পর্ব শেষ হলো, সেই বুথে আবার কেন পুনঃনির্বাচন আধই আমরা কিছুই জানতে পারিনি। ভোটের লাইনে থাকা ভোটারদের প্রত্যেকেই খুব প্রকাশ করে। আর এই ভোটকেন্দ্রে ঘুরে দেখেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার ও আসেন, তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন এই ২৬ নম্বর বুথে সমস্ত রাজনৈতিক দলের এজেন্ট ভোটকেন্দ্রে বসেছিল কোন অশান্তি ঘটেনি তারপরেও নির্বাচন কমিশনার এই বুথ থেকে কোন নির্বাচন করে আমরা আদৌ কিছুই বুঝতে পারলাম না কেবল একটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারি ২৬ নম্বর ভুতে পুনঃনির্বাচন হবে। সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ কর্মজীবী মানুষ তারা ভোট দিয়ে কাজে চলে গেছিল আবার তাদের সোমবারের দিনে ভোট দিতে আসতে হয়। এই বুথে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ভোটাররা। অভিযোগ, নির্বাচনের নামে প্রহসন কমিশনের।

ভ্রাম্যমাণ বাসে রক্তদান শিবির লাভপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন:. একদিকে ভোটের আবহ অন্যদিকে প্রখর রৌদ্রের তাপপ্রবাহ।এই দুইয়ের প্রেক্ষিতে রক্তদান শিবির একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পথে।যার জেরে সমগ্র জেলার সাথে সাথে বোলপুর ব্লাড সেন্টারেও প্রায় এক মাস যাবৎ রক্ত সংকট দেখা গেছে। সেইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে এবং বোলপুর ব্লাড সেন্টারের অধিকর্তা ড: তীর্থঙ্কর চন্দ্রের অনুরোধে এক ঘণ্টার নোটিশে বোলপুর ব্লাড সেন্টারে রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে আসেন হৈমন্তিক ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এবং বীরভূম ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর শান্তিনিকেতনের সহযোগিতায় একদিনের মাথায় ভ্রাম্যমাণ এ সি বাসের মাধ্যমে সোমবার লাভপুরে একটা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিবিরে ২৫ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে বোলপুর ব্লাড সেন্টার। এদিন রক্তদান শিবির ঘিরে শুভদীপ , শ্যামা , সৃপ্তি , রাজু , বিপ্লব সহ একঝাঁক তরুণ প্রজন্মের চোখে মুখে সমাজ ভাবনার ছাপ পরিস্ফুট। আয়োজক সংস্থার পক্ষে বিশ্বনাথ ঘোষ, শঙ্খচুর ঘোষ বলেন , যদিও হাতে সময় কম ছিল তথাপি ব্লাড সেন্টারের অনুরোধ রাখতে এবং অসহায় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কথা মাথায় রেখে এই আপৎকালীন শিবিরের আয়োজনঅ বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নুরুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেন ভোট এবং গরমের আবহে রক্তদান শিবির গুলি একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছিল। যার ফলে জেলার ব্লাড ব্যাংক গুলিতে দেখা দেয় রক্তের সংকট। জেলার ব্লাড ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং রক্তের সংকট দূরীকরণে পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে রক্তদান শিবির করার ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে নিখোঁজ তরুণী মৌসুমী

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা থানার জগদিশপুর পোস্ট অফিসের অধীন চাঁদগোলা গ্রামের বাসিন্দা নিত্য রঞ্জন সরকারের মেয়ে, মৌসুমী সরকার (বয়স ২৪), ১ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ডালখোলা ব্যাংকে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। মৌসুমী সরকার নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল লাল চুরিদার ও সাদা ওড়না। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট, গায়ের রং ফর্সা। পরিবারের দাবি, সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিত্য রঞ্জন সরকার অনুরোধ করেছেন, যদি কেউ তার মেয়েকে পান, তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে: ৮১৭০০৮৯৫৪৮ ও ৭০৭৬৯৮৪৭১।

রাস্তার দুই ধারের গাছ কাটা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মুর্শিদাবাদে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কাটা হচ্ছিল রাস্তার দুই ধারের গাছ, খবর পেয়ে হানা দিয়ে গাছ কাটার যন্ত্রসহ গাছের গুড়ি আটক করলো বনদপ্তর। ঘটনা মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন হাসানপুর এলাকার। অভিযোগ, হাসানপুর থেকে বাটি যাওয়ার মাঠের কাঁচা রাস্তার ধারের গাছ কাটা হচ্ছিল।
তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে গাছ কাটার অভিযোগ তুললেন তৃণমূলেরই অপর পক্ষের এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। বনদপ্তর সূত্রে খবর, গাছ কাটার খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে ১৩ টি গাছের গুড়ি এবং বেশ কিছু গাছ কাটা সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর দাবি, ‘ভোররাতে অন্ধকার থাকার সময় গাছগুলো কেটে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এক-দুটো ঝড়ে পড়া গাছ কাটার নাম করে মোটাতাজা গাছ কাটছিল দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুস্তাকিম শেখের পাল্টা দাবি, ‘গত সপ্তাহে রেমালের তাণ্ডবে গাছগুলি মাঠের কাঁচা রাস্তার উপর উপড়ে পড়ে। এবছর পাটের চাইতে তিলের চাষ স্থানীয় ওই মাঠে অধিক পরিমাণ হয়েছে। যার কারণে মাঠ থেকে ফসল তুলে আনা বা মাঠে গাড়ি নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল গ্রামের চাষীদের। পঞ্চায়েতে জানানো হলেও নির্বাচনী নিয়মবিধি লাগু থাকার কথা জানিয়ে পঞ্চায়েত গাছগুলি সরাতে রাজি হয়নি মাঠের রাস্তা থেকে। তাই স্থানীয় কয়েকজন মানুষ নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে গাছগুলি কেটে রাস্তার দুই ধারে ফেলে রেখেছিল।’
বনদপ্তরে ভুল খবর দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার নাম ব্যবহার করে তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুস্তাকিম সেখ।

এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে দাপাদাপি, বাসিন্দাদের হুমকি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এলাকায় আগ্নেয়ায় হাতে নিয়ে দুই ভাইয়ের দাপাদাপি।এলাকাবাসীকে প্রাণনাশের হুমকি। গোটা ঘটনা পুলিশেজানানো হলেও, রাতভর কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।এলাকাবাসীর পাশে এসে দাঁড়ান নি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানও। সোমবার সাত সকালে এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন মালদার,ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালির জোত এলাকার বাসীন্দারা। এই অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক,উত্তেজনা তৈরি হয়। এলাকাবাসী মালদা-কোতুয়ালি রাজ্য,সড়কে আগুন জ্বালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান এবং অভিযুক্ত,দুই ভাইয়ের গ্রেপ্তারের দাবীতে, সোচ্চার হন।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গ্রামের কালীপুজো নিয়ে,রবিবার গ্রামে সামান্য ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র,করেই এলাকার গোপাল সরকার ও পাপ্পু সরকার নামে দুই ভাই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় দাপাদাপি করে। এলাকাবাসীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তাই তারা প্রাণভয়ে ইংরেজবাজার খানার দ্বারস্থ হন। দুই ভাইয়ের নামে থানায়,অভিযোগ জানান। কিন্তু সারারাত কেটে গেলেও পুলিশ।কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে,জানানো হলেও, তিনি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ান নি। এরই প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবীতে আজ,সকালে তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের একটাই দাবী অভিযুক্তদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাবা-মা হারা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন সাগর এখন সিভিক পুলিশ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কষ্টকে মনে করো কষ্ট নয়! বাবা মা হারা ছেলে এবার জীবনযুদ্ধে নিজের যোগ্যতায় আজ সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ পেয়ে জীবন যাপন করছেন। তিনি হলেন নদিয়ার শান্তিপুরের নিবাসী সাগর দে। সাগর জানান, বিগত বহুদিন আগে তারা গুজরাতের বাসিন্দা ছিলেন। মাত্র ১০বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হয়, তারপর বাবার হাত ধরে শান্তিপুরে পিসির বাড়িতে এসে বসবাস। তবে জীবনে অন্ধকার নামল ১৭বয়সে বাবার মৃত্যুর পর। পিসির বাড়িতে থাকলেও তার উপর অবহেলা শুরুহয়। পরবর্তীতে পিসির বাড়ি ছেড়ে শান্তিপুর নতুনপাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করে সে। তারপর এলাকার একটি পাওয়ারলুমে শাড়ি তৈরির কাজ করে জীবনযাপন শুরু করে। পরবর্তীতে নতুনপাড়ার অভিযাত্রীসংঘের মাঠে ভলিবল খেলতে শুরু করে। তারপর রাজ্য সরকারের তরফে জলতরঙ্গ উৎসবে ভলিবল খেলায় নতুনপাড়া চ্যাম্পিয়য়ন হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জানান, যারা এই টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছে তাঁদের সিভিক ভলেন্টিয়ার এর চাকরি দেওয়া হবে। সেই মতো টিমের ১০ জনের যারা চাকরি পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাগর। তবে চাকরি পাওয়ার পর তার পাশে দাঁড়িয়েছে রানাঘাট জেলা পুলিশ। যেহেতু তার থাকার কোনো ঠিকানা নেই তাই তাকে শান্তিপুর নতুনহাট পুলিশ ফাঁড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে। তবে পুলিশ যেভাবে তাকে সাহায্য করেছে তাতে করে অনেক খুশি সাগর। বর্তমানে রানাঘাট পুলিশ জেলার ট্রাফির বিভাগে কর্মরত সে। তবে টানা ৮ ঘন্টা ডিউটির ফাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সাগর, ভবিষ্যতে রাজ্য পুলিশের স্থায়ী পদে কর্মরত থাকতেই তার এই কঠিন পরিশ্রম বলেই জানান তিনি। তবে রাজ্য সরকারকেও এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে সাগর দে। তিনি জানাচ্ছেন, এই অসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে এইভাবে সরকারি কাজ দিয়ে সাহায্য করায় বর্তমানে সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। তবে কাজের মধ্যে পড়াশোনা এই দুই কিভাবে চালাচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরে সাগর জানায়, জীবনে তার ইচ্ছে রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদস্থ জায়গায় যাওয়ার। তাই কঠোর পরিশ্রম তাকে করতেই হবে, এবং পরিশ্রমকে পরিশ্রম না মনে করলেই জীবনে চলার পথ আরো সুদৃঢ় হবে বলেই বিশ্বাস সাগরের। তবে এ বিষয়ে রানাঘাট ট্রাফিক ওসি অলোক ভট্টাচার্য জানান, সাগর খুবই কর্মঠ ছেলে এবং খুব ভালো ভলিবল খেলে দীর্ঘ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও আজকে সে সিভিক ভলেন্টিয়ার এর দায়িত্ব পেয়ে তার দায়িত্বে অনর থেকে কাজ করে চলেছে। রানাঘাট জেলা পুলিশ তার ভবিষ্যৎ আরও উজ্বল হোক সেই কামনা করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টোটো-মারুতির ধাক্কায় গুরুতর জখম নাবালক

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: টোটো ও মারুতির ধাক্কায় গুরুতর জখম নাবালক এবং ৩ মহিলাসহ ৫ জন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সালারের পারহাউস এলাকায়। জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার সালার পারহাউস এলাকায় কান্দি সালার রাজ্য সড়কে সোমবার সকাল নাগাদ মোগ্রাম থেকে একটি টুকটুকি ভ্যান পাঁচজন প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে মালিহাটি কান্দার দিকে যাচ্ছিল, অপর দিকে কান্দরা থেকে একটি মারুতি ভ্যান সালারের দিকে যাচ্ছিল | কান্দি সালার রাজ্য সড়কে সালার পারহাউস এলাকায় টুকটুকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে মারুতিকে ধাক্কা দেয়ায় গুরুতর আহত হয়ে পড়েন তিন মহিলা সহ এক বৃদ্ধ ও আরো এক নাবালক | আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে | কিছুক্ষণ চিকিৎসা করার পর ওই পাঁচজনের পরিস্থিতি অবনতী হওয়ায়, চিকিৎসকেরা কান্দি মহাকুমা হাসপাতাল স্থানান্তরিত করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় আহতদের উভয়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার মৌগ্রামে | ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
এলাকার মানুষের দাবী যানবাহন নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়ে টোটো বা টুকটুক গাড়ি রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

হোটেলে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

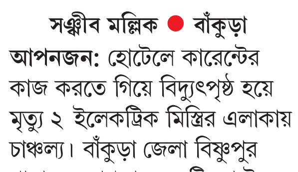

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হোটেলে কারেন্টের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু ২ ইলেকট্রিক মিস্ত্রির এলাকায় চাঞ্চল্য। বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর থানার হেতাগড়ায় একটি হোটেলে গত দুদিন আগে ঝড়ের তান্ডবে কিছু লাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হোটেল ম্যানেজার খবর দেয় স্থানীয় দুজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে। কথা মত হোটেলে ইলেকট্রিক ওয়ারিং এর কাজ করতে থাকে মিস্ত্রিরা। কাজ করার সময় হঠাৎ করেই বিদ্যুৎপষ্ট হয় দুজনাই। তড়িঘড়ি হোটেলের অন্যান্য স্টাফেরা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাদের নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় মৃত ব্যক্তিদের নাম অশোক দিগর । বাড়ি বাঁকাদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘীরপাড়ায়। বয়স আনুমানিক ২৬ বছর। এবং অপরজনের নাম বরুণ শিকারি বাড়ি চিত্রং গ্রামে।

শিশুর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত বৃদ্ধ

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: লোকনাথপুজোর দিন ঘটে গেল এক আমানবিক ঘটনা। সাত বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তার প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করলো মেমারি থানার পুলিশ। রবিবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ১ ব্লকের অন্তর্গত দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তপন পাত্রকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। রবিবার রাত ৯টা নাগাদ পড়াতেই লোকনাথ বাবার পূজার অনুষ্ঠান চলছিল, সেখানেই শিশুটি অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছিল । অভিযোগ, ৬২ বছরের ওই বৃদ্ধ তপন পাত্র মেয়েটিকে আইসক্রিমের প্রলোভন দিয়ে এবং তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে । এরপর শিশুকে নিয়ে সে মেয়েটির বাড়ির দিকে যাবার সময় অন্ধকার গলিতে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে এবং যৌন হেনস্থা করে । মেয়েটির জেঠিমা বিষয়টি লক্ষ্য করে ।
তাদের মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহ হওয়ায় ওই বৃদ্ধার পিছু নেয় এবং দেখে তাঁদের বাচ্চাকে নির্যাতন করছে।
জেঠিমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে, ওই বৃদ্ধকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেয়। এরপর থানায় খবর দিলে মেমারি থানার পুলিশ এসে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ।
রবিবার রাতেই শিশুটির বাড়ির লোক তপন পাত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। সোমবার সকালে শিশুটির মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠায় মেমারি থানার পুলিশ।

রিয়াল মাদ্রিদের আপত্তি, এমবাপ্পেকে ছাড়াই ফ্রান্সের অলিম্পিক দল ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পেকে বাদ দিয়েই ২৫ সদস্যের অলিম্পিক দল ঘোষণা করেছেন ফ্রান্সের অলিম্পিক দলের কোচ থিয়েরি অঁরি। তিনি জানান, এমবাপ্পের অলিম্পিক খেলার ব্যাপারে তার ক্লাবের তীব্র আপত্তি রয়েছে। এ কারণে তাকে দলে নেয়া হয়নি।

ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) সঙ্গে এরই মধ্যে চুক্তি শেষ হয়ে গেছে এমবাপ্পের। স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিক ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি। ফ্রান্সের অলিম্পিক কোচ থিয়েরি অঁরি বলেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ সত্যিই অলিম্পিক ফুটবলের ব্যাপারে খুব কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তারা কোনোভাবেই তাদের খেলোয়াড়কে অলিম্পিকে খেলতে দিতে রাজি নয়।'

গত ২২শে মার্চ কিলিয়ান এমবাপ্পে জানিয়েছিলেন, তিনি আশাবাদী নিজ দেশে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। কিন্তু তার আশা শেষ পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে না। এর আগে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রনও এমবাপ্পেকে অলিম্পিক দলে খেলতে দিতে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৬শে জুলাই ফ্রান্সে শুরু হতে যাচ্ছে এবারের অলিম্পিক গেমস।

ফ্রান্সের অলিম্পিক ফুটবল স্কোয়াড

গোলরক্ষক: লুকাস শেভালিয়ার, গুইলাম রেস্টেস, এমকাম্বাদিও ওবেদ ও রবিন রিসার।

ডিফেন্ডার: বাফোডে দিয়াকিতে, কাস্তেলো লুকেবা, ম্যাক্সিমে এস্তেভ, কিলিয়ান সিলডিলিয়া, ব্র্যাডলি লোকো, অ্যাড্রিয়েন ট্রুফার্ট ও লেনি ইয়োরো।

মিডফিল্ডার: জোরিস চোটার্ড, ডেসিরে ডুয়ে, খেফ্রেন থুরাম, এনজো মিলোট, মানু কোনে, ম্যাগনেস আকলিউচে, লেসলি উগওহোক্কু, ও ওয়ারেন জায়ার।

ফরোয়ার্ড: মাইকেল ওলিস, আরনাউড কালিমুয়েন্দো, ব্র্যাডলি বারকোলা, আলেকজান্দ্রে ল্যাকাজেটে, জিন-ফিলিপে মাতেটা ও ম্যাথিস টেল।

ভারত ম্যাচে বাবরের মন্ত্র 'সহজ-সরল ক্রিকেট'

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচের দিন পুরো বিশ্বের নজর সেখানে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। সে ম্যাচে তাঁর মন্ত্র—সহজ-সরল ক্রিকেট খেলা। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ শুরু হবে ৬ জুন, ডালাসে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এরপর ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখি হবে তারা। সে ম্যাচ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এক পডকাস্টে বাবর বলেছেন, 'ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ যখন হয়, পুরো বিশ্বের নজর সে দিনের ওপর থাকে। অবশ্যই স্নায়ুচাপের ব্যাপার থাকবে। তবে নিজেদের দৃষ্টি ঠিক রাখতে হবে, মৌলিক বিষয়গুলো আঁকড়ে থাকতে হবে, সহজ-সরল ক্রিকেট খেলতে হবে। এ ম্যাচে চাপ থাকবেই। যত শান্ত ও নির্ভার থাকতে পারবেন, নিজের স্কিল ও পরিশ্রমের ওপর ভরসা রাখতে পারবেন, সব কিছু সহজ হয়ে আসবে।' বাবরের মতে, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে সব সময়ই আলোচনা সবচেয়ে বেশি হয়। বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলা হোক না কেন, এ ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হবেই বলে মনে করেন তিনি। বাবর বলেছেন, 'খেলোয়াড়েরা ভিন্ন রকমের এক আবহ ও রোমাঞ্চ পায়। সবাই নিজেদের দেশকে সমর্থন দেবে, ফলে নজরও ওই ম্যাচের দিকে থাকবে।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। তবে ২০০৭ সালে প্রথম আসরের ফাইনালসহ তারা হেরেছে ছয়টিতেই, ২০২১ সালে দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটিই একমাত্র জেতা ম্যাচ হয়ে আছে তাদের। অবশ্য ২০২২ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপে মেলবোর্নের ম্যাচটি তাঁদের জেতা উচিত ছিল বলে মনে করেন বাবর।

১৬০ রানের লক্ষ্যে সে ম্যাচে ৩১ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল ভারত। এরপর বিরাট কোহলির ৫৩ বলে ৮২ রানের স্মরণীয় এক ইনিংসে সে ম্যাচ পাকিস্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তারা। বাবর বলেছেন, 'আমার মনে হয় ২০২২ সালের ভারত ম্যাচটি আমরা জিততে পারতাম, আমাদের জেতা উচিত ছিল। কিন্তু তারা সেটি ছিনিয়ে নেয়।' ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপের এবারের ম্যাচটি ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তাও নিতে হয়েছে হুমকি আসার পর। পাকিস্তানের সামনে আছে নতুন দেশের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও। গ্রুপ পর্বে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভেন্যু—নিউইয়র্ক, ডালাস ও ফ্লোরিডায় চারটি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। এ ক্ষেত্রে এসব মাঠে আগে যাঁরা খেলেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার ওপরও ভরসা করছে পাকিস্তান—বাবর জানিয়েছেন এমন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গত আসরের রানার্সআপরা এবার বিশ্বকাপে নামবে বেশ টালমাটাল অবস্থায় থেকে। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ হারের পর ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ হেরেছে তারা বিশ্বকাপের আগে। এর বাইরে বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক ও কোচের পদেও এসেছে পরিবর্তন। মাঝে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হলেও তাঁকে সরিয়ে আবার বাবরকে ফেরানো হয়েছে, ২০২১ ও ২০২২ সালের বিশ্বকাপে যিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অধিনায়ক হিসেবে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা বড় একটা ব্যাপার মনে করা বাবর বলছেন, তাঁর স্বপ্ন অবশ্যই ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরা, 'ব্যাটার হিসেবে আমার অর্জন ভালোই এবং অধিনায়ক হিসেবেও কয়েকটা সিরিজ জিতেছি। কিন্তু আইসিসির ট্রফি জেতার প্রেরণাটাই আলাদা। একটা ভিন্ন পর্যায়ে যাবেন তখন, অনেক প্রশংসা পাবেন। ফলে প্রেরণা, ইচ্ছা এবং স্বপ্ন—সবই আইসিসির একটা ট্রফি উঁচিয়ে ধরা এবং এটি পাকিস্তানকে উপহার দেওয়া।'

ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের সময় থেকেই আলোচনাটা চলছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আসছে সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীরের নাম। এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর নিজেও। তাঁর মন্তব্যে অবশ্য সম্ভাবনাটা জোরালোই হলো।

দুবাইয়ে শিশুদের এক অনুষ্ঠানে গতকাল ভারতকে কোচিং করানো প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেছেন, 'দেখো, ভারতীয় দলকে কোচিং করাতে পারলে আমার ভালো লাগবে। এর চেয়ে বড় সম্মান হয় না। জাতীয় দলকে কোচিং করানোর চেয়ে বড় সম্মান আর হয় না। ১৪০ কোটি ভারতীয়র প্রতিনিধিত্ব করছ, বিশ্বজুড়ে আরও (ভারতীয়) আছে। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে বড় আর কী হতে পারে?'

কোচিংয়ে গম্ভীরের এমনিতে সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো দলকেই কোচিং করাননি সাবেক বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান। তবে আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর হিসেবে দুই মৌসুম দায়িত্ব পালন করার পর সর্বশেষ কলকাতা নাইট রাইডার্সে একই ভূমিকায় ছিলেন। লক্ষ্ণৌ সে দুই মৌসুমেই আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছিল।

আর এবার কলকাতা আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সফল টুর্নামেন্টের পর দলটিতে গম্ভীরের ভূমিকার কথা এসেছে ঘুরেফিরেই। কলকাতাকে সাত মৌসুম নেতৃত্ব দেওয়া গম্ভীর অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জিতেছিলেন দুবার—২০১২ ও ২০১৪ সালে। এর পর থেকে শিরোপা-খরায় থাকা দলটি আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তিনি মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মৌসুমেই।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে গম্ভীর ভারতের হয়ে খেলার সময় জিতেছেন দুটি বিশ্বকাপ। ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের সদস্য ছিলেন তিনি। দুবাইয়ের ওই অনুষ্ঠানে এক শিশুর প্রশ্নের জবাবে বিশ্বকাপ জয় প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, 'আমি কীভাবে ভারতকে বিশ্বকাপ জেতাতে সহায়তা করব? আমার মনে হয় না, আমি ভারতকে বিশ্বকাপ জেতাতে সহায়তা করব। ১৪০ কোটি ভারতীয় এটা করবে। সবাই যদি আমাদের জন্য প্রার্থনা শুরু করে এবং আমরা খেলা শুরু করি; তাদের প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করি, তাহলে ভারত বিশ্বকাপ জিতবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভয়ডরহীন থাকা। আর হ্যাঁ, ভারতের কোচিং করাতে পারলে আমার ভালো লাগবে।'

ভারতের কোচ হলে অবশ্য কলকাতার দায়িত্ব ছাড়তে হবে গম্ভীরকে। বিসিসিআইয়ের স্বার্থের সংঘাত নীতি অনুযায়ী, ভারত দলের কোচ আইপিএলের কোনো দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। তবে গম্ভীর সম্প্রতি স্পোর্টসক্রীড়া নামের একটি ওয়েবসাইটকে বলেছেন, তিনি আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি বানাতে কলকাতার হয়ে কাজ করে যেতে চান।

দ্রাবিড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর মেয়াদ নবায়ন করবেন না, সেটি নিশ্চিত হয়েছে আগেই। গত মাসে প্রধান কোচ চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। গম্ভীরের সঙ্গে রিকি পন্টিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গারসহ কয়েকজন সম্ভাব্য বিদেশি কোচের নামও এসেছিল। তবে বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি জয় শাহ বলেছিলেন, জাতীয় দলের জন্য কোচ হিসেবে একজন ভারতীয়কেই খুঁজছেন তাঁরা। পরবর্তী কোচকে ভারতের ক্রিকেট-কাঠামো সম্বন্ধে গভীর জানাশোনা থাকতে হবে বলেও উল্লেখ করেন বিসিসিই সেক্রেটারি।

জয়ের সে বক্তব্যের পর গম্ভীরের কোচ হিসেবে আসার সম্ভাবনা জোরালো হয় আরও। অবশ্য এ পদের জন্য তিনি আবেদন করেছেন কি না, কোনো পক্ষ থেকেই সেটি নিশ্চিত করা হয়নি। আইপিএল ফাইনালের পরদিন, মানে গত ২৭ মে আবেদন করার শেষ সময় ছিল।

কোহলি, রোহিত ও সূর্যকুমার ভারত দলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে: ইরফান পাঠান

আপনজন ডেস্ক: রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের অধিনায়ক। বিরাট কোহলি ভারত তো বটেই, এই মুহূর্তে ক্রিকেটের অন্যতম বড় তারকা। আর টি-টোয়েন্টিতে ভারতের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা সূর্যকুমার যাদব। এই তিন ক্রিকেটারই নাকি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখা ভারতীয় দলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন। কথাটা যেনতেন কারও নয়, ভারতেরই সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠানের। রোহিত, কোহলিদের একসময়ের এই সতীর্থ বলেছেন, তারকা ব্যাটসম্যানরা ভারত দলের জন্য যেমন শক্তি, তেমনি দুর্বলতাও। পাঠান কোহলিদের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গটি টেনেছেন স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপচারিতায়। মূলত আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পর্যাপ্ত অলরাউন্ডারদের অনুপস্থিতি। সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার যেমন ভারতের দুর্বলতা তুলে ধরতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ টেনে বলেন, 'অলরাউন্ডারের অভাব ভারতীয় দলের জন্য কিছুটা হলেও দুর্বলতা। অস্ট্রেলিয়ার দিকে তাকালে দেখবেন মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আর ক্যামেরন গ্রিনের মতো ব্যাটসম্যান আছেন, যাঁরা একটা ম্যাচে ৪ ওভার বল করতে পারেন। এই দুর্বলতা কাটাতেই হয়তো ভারত শিবম দুবেকে দলে রেখেছে। এটা ছোটখাটো একটা দুর্বলতাই।'

ভারতের বিশ্বকাপ দলে অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়াসহ অন্য অনেক দলের প্রধান ব্যাটসম্যানরা বোলিংও করে থাকেন, যেটা ভারতের ক্ষেত্রে রোহিত, কোহলি কিংবা সূর্যকুমাররা একদমই করেন না। অন্যদের মধ্যে ঋষভ পন্ত ও সঞ্জু স্যামসন উইকেটকিপার। আর যশস্বী জয়সোয়াল বোলিং জানলেও বিশ্বকাপে তাঁর একাদশে থাকাটাই নিশ্চিত নয়। বাঁহাতি এ ওপেনারকে একাদশে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে কম্বিনেশন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ইরফান পাঠান। তিনি বলেছেন, 'ভারত যে দলটা নিয়ে খেলতে গেছে, সেখানে দুই কম্বিনেশনে একাদশ গড়া যেতে পারে। একটায় অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে ছয় বোলার, যাতে ব্যাটিং লাইনআপটা একটু লম্বা হবে। আরেকটায় চারজন স্পেশালিস্ট বোলার এবং পান্ডিয়া ও দুবেকে দিয়ে বাকি ওভার (করানো)। এর বাইরে জয়সোয়ালের কথা ভাবা যেতে পারে। সে ম্যাচে বল না করলেও নেটে নিয়মিতই হাত ঘোরায়। যেটা আইপিএলের সময় দুবেও বলেছে যে বিশ্বকাপে এক-দুই ওভার করার জন্য নেটে সে নিয়মিতই বল করেছে।' ভারতের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ে যাঁদের জায়গা পাকা, তাঁদের কেউ বোলিং করতে না পারায় দলে প্রতিবন্ধিতা তৈরি হয় বলে মনে করেন পাঠান, 'পান্ডিয়া তিন-চার ওভার করতে পারলে তো সমাধান অনেকটা হয়েই গেল। আমাদের অন্য ব্যাটসম্যান, যেমন রোহিত, কোহলি আর সূর্যকুমার, ওরা বোলিং করে না। যেটা আমাদের (দলে) একধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এই ব্যাটসম্যানরা যদি বল করতে পারত, তাহলে দল ব্যাপকভাবে উপকৃত হতো। আমরা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলছি, এমনকি ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেও দেখবেন, ওদের প্রথম সাতজনের মধ্যে মঈন আলী, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইল জ্যাকসরা অলরাউন্ডার। বোলিং অপশন বেশি থাকাটা সব সময়ই ভালো। এ পরিস্থিতিতে বলব, আমরা অবশ্যই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছি।' ভারতের একাদশে বল হাতে নেওয়া খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে আইপিএলের দায় দেখেন মাঞ্জরেকার।

আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম থাকায় দলগুলো ব্যাটসম্যানের বদলে বোলার আর বোলারের বদলে ব্যাটসম্যান খেলিয়ে থাকে। ফলে অলরাউন্ডারের উপযোগিতা কম সেখানে। মাঞ্জরেকার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, 'আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির কারণে সমস্যাটা বাড়তে পারে। আমরা এখন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান বা বোলারের ওপর নির্ভর করি। কিন্তু বিশ্বকাপে দলগুলোকে কিছু সমন্বয় করতে হয়। কেউ একজনকে ম্যাচে দু-তিনটা ওভার করে দিতে হয়।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'এ' গ্রুপে থাকা ভারত প্রথম ম্যাচ খেলবে বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে রোহিতদের অন্য তিন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

সুপার ওভার নাটকীয়তায় ওমানকে হারাল নামিবিয়া

আপনজন ডেস্ক: দুই সহযোগী দলের ম্যাচ। একই গ্রুপে থাকা বাকি দলগুলো ছাড়া অন্যদের আগ্রহ বেশি থাকার কথা নয়। এরপর প্রথমে ব্যাট করে ওমান যখন ১০৯ রানে অলআউট হয়, তখন কৌতূহলী চোখ আরও কমে যাওয়ার কথা। অথচ নামিবিয়া-ওমানের এমন ম্যাচটা কিনা উপহার দিল জমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

দুর্দান্ত বোলিংয়ে নামিবিয়াকে ঠিক ১০৯ রানেই আটকে দিল ওমান। ম্যাচ গড়াল সুপার ওভারে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যা সর্বশেষ চার আসরে দেখেনি। তবে সুপার ওভারের লড়াইয়ে আর পারেনি ওমান। নামিবিয়ার ২১ রান তাড়া করতে নেমে মধ্যপ্রাচ্যের দলটি আটকে যায় ১০ রানে।

বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে নামিবিয়ার সুপার ওভারে জয়ের নায়ক ডেভিড ভিসা। ৩৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে ৪ বলে তোলেন ১৩ রান, পরে বল হাতে আটকে দেন ওমান ব্যাটসম্যানদের। যে নৈপুণ্যে হন ম্যাচসেরাও।

তবে এই ভিসাই মূল ম্যাচের শেষ বলে শট খেলতে পারলে নামিবিয়া হয়তো টাইয়ের মুখে পড়ত না। শেষ ওভারে জয়ের জন্য নামিবিয়ার দরকার ছিল মাত্র ৪ রান। ওমানের মিডিয়াম পেসার মেহরান খান প্রথম তিন বলের মধ্যে দুই উইকেট তুলে লড়াই জমিয়ে তোলেন। ভিসা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান শেষ দুই বলে। এর প্রথমটিতে দুই রান নেওয়ার পর শেষ বলে দরকার ছিল আরও দুই রান।

কিন্তু মেহরানের অফ স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা বল ব্যাটেই লাগাতে পারেননি তিনি। ওমান উইকেটরক্ষক নাসিম খুশিও বল গ্লাভসে নিতে ব্যর্থ হলে রানের জন্য দৌড়ান ভিসা ও তাঁর সঙ্গী ম্যালান ক্রুগার। খুশি বল কুড়িয়ে স্টাম্প ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে তাড়াহুড়ায় সেটি মিস করায় রান পেয়ে যায় নামিবিয়া, ম্যাচ থামে সমতায়।

শেষের নাটকীয়তার আগে ম্যাচ এগিয়েছে ম্যাড়মেড়েভাবে। টস হেরে ব্যাট করতে নামা ওমান প্রথম দুই বলেই হারায় দুই উইকেট। এতে অবশ্য বোলার রুবেন ট্রাম্পেলমানের কৃতিত্বই বেশি। বাঁহাতি এ পেসার প্রথম দুই ডেলিভারিতে এলবিডব্লুতে উইকেট নেওয়ার পর নিজের দ্বিতীয় ওভারেও আরও এক উইকেট। ১০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলা ওমানের ব্যাটিং এরপর খুব একটা ডানা মেলতে পারেনি।

খালিদ কাইলের ৩৯ বলে ৩৪ আর সাবেক অধিনায়ক জিশান মাকসুদের ২০ বলে ২২ রানে ভর করে এক শ পার করে দলটি। ট্রাম্পেলমান নেন ৪ উইকেট, ভিসা ৩ উইকেট।

রান তাড়ায় নামিবিয়া খেলেছে সতর্ক ক্রিকেট। দ্বিতীয় বলে ওপেনার মাইকেল ফন লিনগেন আউট হওয়ার পর নিকোলাস ডাভিন ও ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক ৪২ রানের জুটি গড়ে লক্ষ্য নাগালে রাখেন। ডাভিন ৩১ বলে ২৪ রান করে আউট হলেও ফ্রাইলিঙ্ক টিকেছিলেন ২০তম ওভার পর্যন্ত। তিনি ৪৮ বলে ৪৫ রান করে শেষ ওভারের প্রথম বলে বোল্ড হতেই ম্যাচ ফসকে যেতে থাকে নামিবিয়ার।

যদিও সুপার ওভার শেষ পর্যন্ত হাসিই ফুটিয়েছে আফ্রিকান দেশটির মুখে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওমান: ১৯.৪ ওভারে ১০৯ (প্রজাপতি ০, খুশি ৬, ইলিয়াস ০, মাকসুদ ২২, কাইল ৩৪, আইয়ান ১৫, নাদিম ৬, মেহরান ৭, শাকিল ১১, কলিমউল্লাহ ২, বিলাল ১; ট্রাম্পেলমান ৪-০-২১-৪, ভিসা ৩.৪-০-২৮-৩, লুঙ্গামেনি ৪-০-১৮-০, শোলাৎজ ৪-০-২০-১, এরাসমান ৪-০-২০-২)।

নামিবিয়া: ২০ ওভারে ১০৯ / ৬ (লিনগেন ০, ডাভিন ২৪, ফ্রাইলিঙ্ক ৪৫, এরাসমাস ১৩, স্মিট ৮, ভিসা ৯ *, গ্রিন ০, ক্রুগার ১ *; বিলাল ৪-০-২৫-১, শাকিল ৩-০-২০-০, কলিমউল্লাহ ২-০-১০-০, ইলিয়াস ৪-১-১৭-১, মেহরান ৩-১-৭-৩, মাকসুদ ২-০-১২-০)।

ফল: ম্যাচ টাই। সুপার ওভারে নামিবিয়া জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ডেভিড ভিসা।

মসজিদের জন্য তহবিল সংগ্রহে সাকিব-মাহমুদউল্লাহ

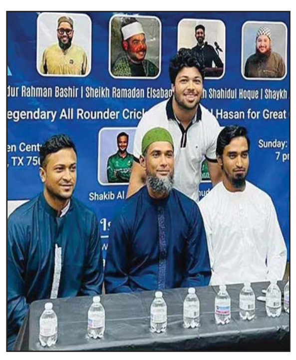

আপনজন ডেস্ক: গতকাল থেকে শুরু হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। তবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে আগামী ৮ জুন। ওইদিন ডালাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে হাথুরুসিংহের শিষ্যরা। তাই আপাতত অনুশীলন আর বিশ্রামেই সময় যাচ্ছে টাইগারদের।

গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটাররা। মূলত সেখানে একটি মসজিদের নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন তারা। সাকিব-মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে ছিলেন তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।

এটি ছিল মূলত ডালাসের টেক্সাসে অবস্থিত অ্যালেন মসজিদের নির্মাণ কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি অনুষ্ঠান। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করে ইসলামি অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যালেন। ধর্মীয় কাজে ক্রিকেটারদের পেয়ে খুশি ছিল আয়োজকরা। এই অনুষ্ঠানের টিকিটের মূল্য ছিল ২০ ডলার। সবমিলিয়ে শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠানে এসেছেন।

এখান থেকে সংগৃহীত অর্থ দেয়া হয়েছে মসজিদ নির্মাণের জন্য গঠিত তহবিলে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**